বসন্তক

টীকাসহ [illegible]

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

বসন্তক (সাপ্তাহিক): ৩১ জানুয়ারী ১৮৭৪।

"এখানিও একখানি শ্লেষাত্মক সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রতি সংখ্যায় 'পাঞ্চ'র অনুকরণে তিন চারি খানি ব্যঙ্গ লিথো-চিত্র থাকিত; চিত্রগুলি নিমতলা-নিবাসী গিরীন্দ্রকুমার দত্ত আঁকিত। প্রাণনাথ দত্ত 'বসন্তক' সম্পাদন করিতেন বলিয়া মনে হয়।" [?] — বাংলা সাময়িক পত্র, ১২২৫ (ইং ১৮১৮) - ১৩০৩ (ইং ১৮৯৬)। [দ্বিতীয় খণ্ড] - শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। পৃ: ২৩; ২২০ নং সঙ্কলন।

[সম্পাদনা বিষয়ে বসন্তক পত্রিকার নিবেদন:-
২য় খণ্ড, একাদশ সংখ্যা, পৃ: ২৫৫ - ২৫৬।]

" ১। বসন্তকের দ্বিতীয় ভাগের একাদশ সংখ্যা অবধি আমি ইহার সম্পাদক ও প্রকাশকের কার্য্যে ব্রতী হইলাম. ইতিপূর্ব্বে সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরি সিংহের সহিত ইহার আর কোনও সংস্রব রহিল না। ...

২। বসন্তক সম্বন্ধে যাঁহার মূল্য ইং ~~টাকা~~ প্রেরণ করিতে হইবে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ দত্তের নামে বা ৩৩ চিৎপুর রোড মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে বসন্তকের অধ্যক্ষ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। অপর, কেহ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার মিত্রের নামে মূল্য ইং প্রভৃতি প্রেরণ করিবেন না। ...

[স্বা:] শ্রী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়,
বর্তমান সম্পাদক ও প্রকাশক। "

[illegible] 6.2.85.

প্রথম খণ্ড

পৃষ্ঠা ১৭ হইতে ৩২ নাই .

২য় সংখ্যা wanting.

[১২৮০/১২৮১]

Incomplete

২য় খণ্ড

প্রথম সংখ্যা ~~[illegible]~~ নাই

দ্বিতীয় সংখ্যা পৃষ্ঠা ৩ হইতে পৃষ্ঠা ২৪ পর্যন্ত wanting

পৃষ্ঠা ১৭- পৃষ্ঠা - ২২ পর্যন্ত brittle

Incomplete.

Calcutta, Vasantak Karyalay.

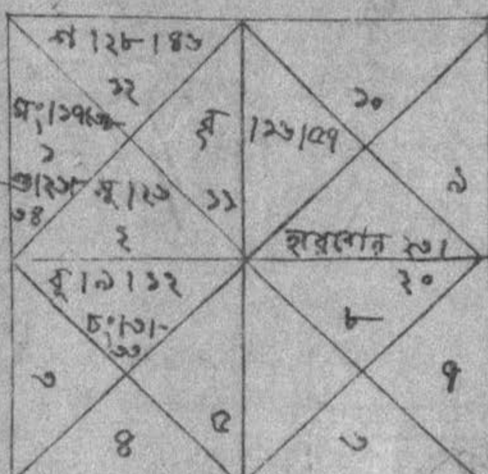
[1873]



'India's Lareet Gift
"may She engey the Gift long"
ইংলণ্ডকে ভারতমাতার উপঢৌকন প্রদান।

শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জন্মকোষ্ঠী।

৮১৯ খৃঃ অব্দে মে মাসস্য চতুর্দ্দশ দিবসে সোমবাসরে রাত্রৌ ৪ ঘটিকা ৪ মিনিট ২২ সেকেণ্ড গতে হিন্দী শাস্ত্র ১৮৭৩ অব্দে।



রবি ১ অংশ ২৬ গতে ভূমিষ্ঠ।

গ্রহের বলাবল সহ অঙ্ক।

যুবরাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রিন্স অব ওয়েল্সের জন্মকোষ্ঠী।
খৃঃ অব্দ ১৮৪১। ৯ই নবেম্বর।



১৮৭১ খৃঃ অব্দে শনির দশা প্রাপ্তি।
১৮৭২ খৃঃ অব্দে শনির দশা ভুক্তি।
১৮৭৫ খৃঃ অব্দে শুভ দেবদর্শন, তীর্থযাত্রা; অর্থলাভ।

অনেকে রাজকুমার সম্বন্ধে অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এটি পারেন নাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বসন্তক বহুযত্নে সংগ্রহ করিয়াছে।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীয় হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

১ম, খণ্ড।] প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।০ অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাসুল সমেত ৩।৵০ [১ম, সংখ্যা।

অবতার।

অহো!—কি আশ্চর্য্য! প্রাচীন হিন্দুকুল-চূড়া-স্বরূপ ভারতীয় রাজগণের সভায় যে বসন্তক হাস্য-রসসাগর উচ্ছ-সিত করিয়াছিল; নাট্য-শাস্ত্র-প্রণেতা ভরত ঋষি প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়-গণ যাহার গুণগানে যত্ন করিয়াছেন এবং যাহার ভ্রাতা বিজাতীয় পরিচ্ছদ ধারণ করত ইউরোপীয় রাজদল-মধ্যে কৌতু-কোদ্দীপন করিয়াছে, আমি সেই বসন্তক হইয়া আধুনিক রঙ্গক্ষেত্রে অবতরণের জন্য এতক্ষণ কি ভাবিতেছিলাম? কি চমৎকার! আমার আজ সভ্য-সমাজে প্রবেশ বিষয়ে এত ভীরুতা কেন জন্মিয়াছিল? কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি তো নূতন নহি, আকার-ভেদ গ্রহণ করাতেই কি আমার এত ভয়, এত লজ্জা ও এত সন্দেহ জন্মিয়াছে? না, তাহা নহে; এ তো হইতেই পারে; মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন

"—বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্র-ত্যয়ং চেতঃ॥"

অর্থাৎ যথেষ্ট শিক্ষিত লোকেদেরও মনঃ আপনার প্রতি বিশ্বাস করে না।

আমার অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক রঙ্গভূমে অবতরণ করা অযুক্তি-যুক্ত হয় নাই। এক্ষণে একবার দেখি, সভ্যগণ কি রুচির লোক—

ও! হো!—এ যে দেখ্‌ছি দুয়ের বার 'না হিঁদুর দেবতা স্থির; না মুসল-মানের পীর" এঁরা যে সব সাহেব বা-ঙ্গালী! জনসমাজে "বাবা"-"মা" বলিতে লজ্জা পান! "ফাদার্"-"মাদার্"বলেন; মুড়ি কড়ায়ের মত ইংরাজী বাঙ্গলায় মিস্‌য়ে কথা কন! তা, এঁদের কাছে পূর্ব্ব প্রথা অবলম্বন করা ভাল হয় নাই। আর, অভিবাদন না করিয়া থাকিতে

গেলেও রুষ্ট হইবেন। অতএব এক্ষণে প্রথা-মত সম্বোধন করা যাক—

"গুড্ মর্নিং" সভ্যগণ! আমার এ বেশে আসাটা উচিত হয়েচে কি না বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। বিশেষতঃ সেকেলে ধরণের মঙ্গলাচরণটা করাতেও অপরাধ লবেন না। ওটা "শিব গোড়্‌তে বাঁদর গড়া" হয়েছে। সব কারিকর সমান নয় ভেবে দোষ ধোর্‌বেন না। যদি কেহ আপনাদের মধ্যে অশ্লীলতা-নিবারণী সভার সভ্য থাকেন, তাঁর কাছে আমি শত বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি মঙ্গলাচরণটী অশ্লীলতা প্রচার উদ্দেশে করি নাই; কেবল সেকেলে গ্রন্থকার-গুলোর ভয়ে অলঙ্কার-গ্রন্থের নিয়ম রক্ষার জন্যই কৌতূহলোদ্দীপক দেব-স্তুতি করিয়াছি।—এস্থানের অলঙ্কারার্থে গৃহিণীর গহনা নহে; একে ইংরাজিতে "রেটরিক"বলে। আর, সভ্য—"বিষ্ণুঃ" এন্‌লাই টেণ্ড" দলের নিকটে আমার এই নিবেদন, যে, যদি আমার এ বেশে আসাটা তাঁহাদের ভাল না লাগে, তাহা হইলে বলিবেন, আমি হাপ মোজা, ফ্লা-নেল সার্ট, চোকে চস্‌মা, ডবল ইস্প্রিং জুতা ও হাতে ছড়ি কোরে আস্‌বো; তা হোলে আর এত "ওল্ড ফুলের"মত দেখাবে না। আর,যদি পৈতেগাছটার জন্যে আপত্তি ঘটে, তো, ছিঁড়ে ফেলে দে উন্নত ব্রাহ্ম-দলে নাম লেখাব। হাতের পুঁতি-খানার জন্যে ভাবতে হবে না; সেটা বৈয়ের মতন বাঁধ্‌য়ে নিলেই চল্‌বে! তবে, শিখাটার নিমিত্তে ভাবতে হয়; কেন,না, এটাও ফেলে দিলে সন্ধ্যা আহ্নিকগুলো লুক্‌য়ে চুর্‌য়ে কর্ব্বার পক্ষে ব্যাঘাত হবে। কিন্তু "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" বিধিটের দৌলতে সেটাও করা যেতে পারে! যা হোক, আজকে আর চারা নাই; যেমন এসেছি, এমনি আপ-নাদের সঙ্গে দু-চারটা কথা কোয়ে যাই; বিরক্ত হবেন না!!

লোকের এই রকম স্বভাব, যে, কেহ এক জন নিকটে আসিলে অগ্রে ঐ আগ-স্তুক ব্যক্তির নাম ধাম কর্ম্মাদির বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং সভ্য-সমাজেরও মনঃ আমার সম্বন্ধে অনুস-ন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হয়েছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি, আমি যাত্রাওয়ালার সঙের দাদার মতন নই, যে, ফড়্ ফড়্ কোরে না জিজ্ঞাসা কোত্তেই আত্ম-পরিচয় দিতে থাক্‌বো। আর, যাঁরা ভদ্র, তাঁরা কি আপনি পরিচয় দেন? অপরের দ্বারা পরিচয় দেওয়াই তাঁহাদের নিয়ম। অতএব আমি ভাটের মত আপনার কুলজী না পোড়ে এই-মাত্র বলিতেছি, যে, সভ্যগণ আমার বসন্ত-পঞ্চমীর পর উদয়েই নাম বুঝিবেন এবং এই কীর্ত্তিতেই বৃত্তি জানিবেন। আরও আমার ধাম জানিবার জন্য যিনি ব্যস্ত হইবেন, তিনি

আপনার মস্তক খুঁজিবেন, তাহা হইলেই দেখিতে পাবেন,—তাতেও যদি কেউ আমার ধাম দেখিতে না পান, তাঁর আমার কাচ থেকে সোরে যাওয়াই ভাল !! এখন যা পরিচয় দেবার, তা তো দেওয়া হলো ; যিনি যা ইচ্ছা, বুজুন,—আর অধিকক্ষণ গৌর-চন্দ্রিকায় কালক্ষেপ করা নয়,—কিন্তু কি করি, একটা কথা বোলতে হোলো, আমার আগমনের খবরেই যখন ভ্রমের উদয় হয়েছে, তখন পরে ভুলে ভুলে ধূল পরিমাণ হবার সম্ভাবনা। অতএব প্রথম ভুলটা সংশোধন করা কর্ত্তব্য ; তা না হোলে মূলে ভুল হোয়ে থাকে। আমার আগমন-বার্ত্তা পেয়েই "মিরার" তাঁর দস্তুর-মতাবেক একবার চক্‌মকিয়ে উঠে লিখে ফেলেছেন, যে, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক একখানি প্যঞ্চ্ বাহির করিবেন ; কিন্তু যেন জেল বাঁচিয়ে করেন!। আমার তা দেখে একেবারে "আক্কেল গুড়ুম" হয়েছিল। কি অদ্ভুত ! "মিরার" কি এত ইংরাজী চর্চ্চা করেন, যে, মাতৃভাষাটা একেবারে পুড়্‌য়ে খেয়েছেন। সভ্যগণ ! "মিরারের" অর্থ, দর্পণ ; বাঁকা বে সোজা মুখ এতে দেখ্‌বার যো নাই; নচেৎ আমার সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকেরও জেলের ছবি পড়্‌লো কেন ?—আমাকে দর্পণ যত নূতন দেখেছেন, আমি তা নই,—আমি অনেক দিন জন্মগ্রহণ কোরেছি, তবে মাতৃগর্ভে থাকিয়া এতদিন আইন আদালত বুঝ্‌ছিলেম বলিয়াই ভূমিষ্ঠ হতে বিলম্ব হয়েছে। আমি একেবারে শুকদেবের মত সর্ব্ব-শাস্ত্র-বেত্তা হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছি ;—সদ্যো-জন্মা ব্যাসের মত "য়্যাশ" না। কি সর্ব্বনাশ ! পাপে যে পা ডুবে গেল ! বেদ বিভাগ-কর্ত্তা ব্যাসদেবকে "য়্যাশ"বোলে ফেল্‌লেম,—যাঁহাকে মহামহা মুনি ঋষিগণ বন্দনা কোরে গেছেন, তাঁর প্রতি অর্ব্বাচীনের মত এবম্প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করা হলো ! না, তাতে ভয় নাই ; আমরা নাকি প্রাচীন ধরণের লোক ; তাই এত ভয় হইতেছে ; এখনো আধুনিক সভ্যদিগের মতন রুচিটাকে পরিমার্জ্জিত করিতে পারি নাই বলিয়াই এরূপ গোলযোগ ঘটিতেছে,—এঁরা তো ব্যাস মুনিকে প্রাচীন অশ্লীলতা (ওল্‌ড ভল্‌গ্যারিটি) রূপে জ্ঞান করেন। তা এঁদের কাছে এঁদের মনোমত কথা না কহিলে চল্‌বে কেন ; আমার ভয় হয়, ঘরে গিয়ে আবার মুনি ঠাকুরের হাতে পায়ে ধর্‌লেই চুকে যাবে ; তা তো আর এঁরা দেখ্‌তে যাবেন না। এখন "অলমতিবিস্তরেণ" বোলে মিছে আলাত পালাত বকা ছেড়ে দে ছুটো একটা কাজের কথা বলা যাক—

মাদারী মারা গেল !!।

মাদারির একটি কাঠের দোকান ছিল; সে কোন সময়ে এক হাতে বদ্‌নার জল ঢালিতেছে, অন্য হাত দিয়া সেই জল চক্ষে দিতেছে। লোকে-জিজ্ঞাসিলে কিছুই উত্তর দেয় না। ক্ষণেক কাল পরে এক জন পথিক দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসিল, ব্যাপার টা কি? কাঁদ্‌চ কেন? মাদারী বলিল, মোর জান লেকাল যাচ্চে, মুই দ্যাশে থেয়ে চাষ-বাস কর্ব্বার য়্যারাদা কচ্ছিনু, ল্যাকেন্ নানা মোরে সাতে কোরে কল্‌কাতায় আল্লে, তখন নানী বি সাতে আলো; মোরা সবাই স্যাতা বহুত্ আরামে ছিলুম, এখন শালার টেক্সো দিতেই জান যায় বাবা! চাউলের দর মাঙা; দকানের কাঠ পড়ালে কি হবে; খ্যাড়ও পাওয়া ভার! এট্টু ত্যালও পাই নি, যে, মাঁখি; সদাই দ্যাল হচ্চে, যে, পারুয়ে যাই; এমন জায়গায়ও থায়ে,—তোবা! তোবা !!।

সুশিক্ষিত বাবুর বিবাহ!।

বাটীতে নহবৎ বসিয়াছে; রোশন চৌকী বাচ্চে; ভৈরবী রাগিণী "তা রণ্ বা লা বে!!" চাকোর দাসী সকল রূপার বালায় সুসজ্জিত হইয়াছে; রাশি রাশি লাল পত্র বিলি হইতেছে; অধ্যাপকের স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে; শ্লোকের শেষ নাই; বর-কর্ত্তা পুণ্যশ্লোক হইয়া গদীতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন। ইতিমধ্যে বর হাতে সূতা বাঁধা জাঁতী ধারণ পূর্ব্বক পিতার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন "আমি কল্য রাত্রি অবধি চিন্তাতে মগ্ন হইয়াছি। পুরাণে দেখিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করেন; অর্জ্জুন সুভদ্রাকে ঐ-প্রকার লাভ করেন।—ইংরেজেদেরও প্রথা এই, যে, যে নারীর পাণিগ্রহণ করিতে হইবেক, তাঁহার সহিত বিশেষরূপে পরিচয় হওয়া, অগ্রেই আবশ্যক।—তাঁহার নিকট গমন করিতে হয়, তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিতে হয়, তাঁহার সুমিষ্ট হাস্য লাভ করিতে হয়; তাঁর হস্ত টিপিতেও হয়। আমার এ সব কিছুই হয় নাই; কনে অতি বালিকা; শুন্তে পাই, রূপবতী বটে। কিন্তু সুশীলা ও বিদ্যাবতী কি না? ইহার কিছুই জানি না। এ স্থলে হঠাৎ কি রূপে বিবাহ করিতে পারি?" পিতা বলিলেন, বাবা!—কি সর্ব্বনাশ! এ, আগে বল নি কেন? এক্ষণে অপমান সাগরে ডুবায়ো না,—এ কেই কি? "বিয়ার সময় কনে বলে ——" আমার মাথা-মুণ্ডু!!।



খর্দ্দ ঘাটের তামাশা

নিশান্তকের পরিচয়।

আমি বসন্তকের যমজ ভ্রাতা ; আমার কার্য্য তিমির পরিহার করা; মহাত্মা বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ব-পুরুষ পরাশর কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেন ; সেই কুজ্ঝটিকা সম্প্রতি স্বীয় বাহ্যভাব ত্যাগ করিয়া লোকের অন্তরে প্রবেশ করিতেছে; কিপ্রকারে ঐ কুজ্ঝটিকা ও তাহার পিশ্তুতা ভাই তিমিরকে দূরীকরণ করিতে পারি, স্বনাম অনুসারে আমি সেই চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হইব। মনের আশঙ্কা এই, যে, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ অপেক্ষাও আমাদের এ যুদ্ধ প্রবল হইবেক, কিন্তু সেই সকল যুদ্ধ হস্ত দ্বারা হইয়াছিল, আমাদের যুদ্ধ মানসিক শস্ত্র দ্বারা হইবেক। যেমন মহাত্মা বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ব-পুরুষ পরাশর, তেমনি মদন ঘুঘুও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ; তাঁহার নাম ও চরিত্রের গুণে আমরা দুই ভ্রাতাতে প্রেমার্দ্র হইয়া এই মহাযুদ্ধে শান্তভাবে প্রবৃত্ত হইলাম !!

জষ্টিশ্‌দের সভা।

সভাপতি বরাহ অবতার! জষ্টিশগণ মিত্র, বরুণ ও বায়ু। মিত্র বলিলেন, আমরা সকলেই বাজার কত্তে এসেচি ; আমরাই প্রকৃত হেটো ; অতএব স্বভাবতঃ পশার আনিয়া বিক্রী করিলেই ভাল হয় না ? বরুণ বলিলেন, বিপরীত ব্যবহার হইলে আমি সকলই প্লাবিত করিব। বায়ু বলিলেন, আমি এই বিনাশে অনুকূল বায়ু ব্যজন করিব। তখন, বরাহ অবতার অতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, তোমরা সমস্ত জলমগ্ন ও বিনষ্ট করিলেও আমি একাই কেবল দন্ত দ্বারা পুনরায় সজীব করিব ! !

শ্রাদ্ধের ঘটা ভারী !!

পল্লীগ্রামে শিবে ও শম্ভো নামে খ্যাত দুই ভ্রাতা ছিল ; তাহারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তান। শিবু ও শম্ভুর পিতা শাদা অধ্যাপক ছিলেন না ; তন্ত্র-শাস্ত্র সাগরের বিলক্ষণ পারগামী ছিলেন ; কলিকাতা ও পল্লীগ্রাম উভয় স্থানে তাঁহার ধনে বড় বড় বড় শাক্ত শিষ্য ও শাক্ত যজমান। তাঁহার ৺ দেবীপুর প্রাপ্তি হইল। কর্ত্তার ৺ দেবীধাম লাভ হইয়াছে শুনিয়া শিষ্য ও যজমানেরা বিস্তর দুঃখিত ; তথাপি কি করেন, শাস্ত্র-মত চলিতে হইবে ; গুরু-পুত্রদ্বয়কে অর্থ সাহায্য করিতে বিরত হইলেন না ; কিছু কিছু মুদ্রা দিলেন। শিবু ও শম্ভু কোমর বান্ধিয়া পিতৃ শ্রাদ্ধের ঘটা করিল; শ্রাদ্ধের দিন ভারী সমারোহ ! মাট ঘেরা কাটগড়া ; উপরে

বক-সমাজের ন্যায় ধোবো ধোবো সামীয়ানা ধপ্ ধপ্ কচ্চে ; প্রাতে স্তূপাকার দান-রাশি উৎসর্গ হোয়ে গেছে ; কীর্ত্তনীরা বাবু-কছম কুটুম্বদের বাসায় বাসায়—আশায় আশায় ফির্চ্চে; মধ্যাহ্ন ব্রাহ্মণ ভোজনের কাল উপস্থিত ; অনেক-গুলি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ একত্র আহারে বসেচেন ; নিমন্ত্রিত ন্যায়বাগীশ, তর্কবাগীশ প্রভৃতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা শিধা বাসায় সঞ্চয়, লাল বনাত পরিত্যাগ ও ভৃত্য সঙ্গে কোরে ছদ্মবেশে পুংক্তি-প্রবেশ করেচেন;পরিবেশকেরা ব্রাহ্মণদের পাতে পাতে ও হাতে হাতে লুচী, চিনী, সন্দেশ, মেটাই প্রভৃতি রাশি রাশি মিষ্টান্ন বর্ষণ কচ্চে, কেবল "দীয়তাং ভোজ্যতাং" শব্দ ! কাটগড়ার বাহিরে বর্ষাকালীন নদী গর্জনের ন্যায় কাঙ্গালীর কোলাহল ! ভিতরে চারিদিক্ ভ্রমণ করিয়া সাহায্যকারী শিষ্যেরা এবং ভদ্র লোকেরা তত্ত্বাবধান কচ্চেন। সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণেরা পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, শিবু ও শম্ভু ! তোমরা উত্তম পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে; তত্ত্বাবধায়কেরা তাহারি প্রতি শব্দ করিলেন। তখন, সেই বিখ্যাত শিবে ও শম্ভো দুই ভাই, আক্ষেপ করিয়া গলদশ্রু লোচনে কহিল "আর মাথা মুণ্ডু কোল্লুম, মোশাই ! আজ্ যদি বাবা কর্ত্তৃত্ব কোত্তেন ! !"

মূর্খের উৎপন্না মতি ! !

কোন কৃপণ সধন ব্রাহ্মণের পূর্ণযৌবন একটী মূর্খ পুত্র ; পুত্রটীর কাণ্ড জ্ঞান আকাশ-ফুলের ন্যায় ! বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাহাকে যম-দূতের মত ত্রাস করে ! ভয়ে ভয়ে আহারীয় অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সাজাইয়া দিয়াছে ; যম-দূত, খড়ম পায়ে খট্ খট্ করিয়া আসিয়া পীঁড়ায় বসিল ; পীঁড়াখানি নৃত্য করিয়া উঠিল; প্রতিধ্বনি পাচকীর বুকে বাজিল ; প্রাণ ছ্যাঁক্ করিয়া উঠিল ! সোণার ছেলে, বসিয়া সর্ব্বাগ্রে ডেলের বাটীতে ডান হাতের কব্জী পর্য্যন্ত ডুবাইয়া একটু চাখিয়া ভারী রাগিয়া উঠিল ; দন্ত কিড়ি মিড়ি অতি কর্কশ কথায় বলিল "ছাই হয়েচে, এ যে সাত গৈলের গোরু এক গৈলে পূরেচে, দেখ্‌চি ! !"

বসন্তকের টেমস্‌টনলের সংবাদ-দাতার প্রেরিত।

ইণ্ডিয়ান ফাইনেন্স্ কমিটী।

সাহেব। তোমরা তিন জনই কি বাঙ্গলা হইতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছ ?

৩ জন সাক্ষী। আজ্ঞে ! হাঁ ; আমাদিগকে গবর্ণমেণ্ট্ পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সা। তোমরা সারিবন্দী দিয়া দাঁড়াও।

৩ জন সাক্ষী। যে আজ্ঞে হুজুর!

সা। (প্রথম সাক্ষীর প্রতি লক্ষ করিয়া) তুমি কি বিষয় সাক্ষ্য দিবে?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে! আমি আজ ২৫ বৎসর কর্ম্ম করিতেছি। ইহা ছাড়া আমি বিদ্যোৎসাহী সভার সম্পাদক, ব্যবস্থা সভার সভ্য, কলিকাতার এক জন জষ্টীশ। আমার গবর্ণর জেনারেলের লেবীতে নিমন্ত্রণ হয়। লেফটেনাণ্ট্ গবর্ণর আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। আমি খান কতক পুস্তকও ছাপাইয়াছি।

সা। তুমি দেখ্‌ছি মস্ত লোক। তবে তোমার অনেক বিষয় জানিবার সম্ভাবনা।

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে! হাঁ; আমি বিস্তর বিষয় অবগত আছি।

সা। বাঙ্গলার লোকের অবস্থা কেমন? বল দেখি।

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে! হুজুরেরা সুখে থাকিলেই আমরা সুখী। শাস্ত্রে বলে, রাজার সুখে অরণ্যে বাস।

সা। তবে, দেশের লোকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারি সন্তুষ্ট আছে।

১ম, সাক্ষী। গবর্ণমেণ্ট প্রজার মা বাপ, যদি সুখী না থাকে, তবে গবর্ণমেণ্টের দোষ কি? তাদেরই দোষ।

সা। তবে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজার বিরক্তি ভাব নাই?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, গবর্ণমেণ্ট যখন মা বাপ, তখন বিরক্তি ভাবের সম্ভাবনা কি?

সা। তবে, প্রজারা সুখী আছে?

১ম, সাক্ষী। যে আজ্ঞে হুজুর!

সা। তোমার মত কি? তাহা আমি শুনিতে চাহি। আমার মতের সঙ্গে আস্‌ছে যাচ্ছে কি?।

১ম, সাক্ষী। হুজুরের মত এক, আমার মত আর এক হইবে? আমি সেরূপ বেয়াদব না।

সা। বেয়াদবী কি? তুমি সচ্ছন্দে বল, তোমার মত কি?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, আমার প্রতি হুজুরদিগের এই রূপ অনুগ্রহই বটে!

সা। এখন বল।

১ম, সাক্ষী। আমি বলি যে, প্রজারা যদি সন্তুষ্ট না থাকে, তবে তাহাদেরই দোষ, গবর্ণমেণ্টের দোষ কি?

সা। তবে প্রজারা কি গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট আছে?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, গবর্ণমেণ্ট্ প্রজার মা বাপ।

সা। স্বগত (কি আপদ্!) তুমি বল দেখি প্রজারা কি কি ট্যাক্স দেয়?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, এক ইন্‌কম্

ট্যাক্স ও লাইসেন্স ট্যাক্স দিত, তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

সা। তাহারা কি এক্ষণ অন্য কোন ট্যাক্স দেয় না?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে!—তাহা—আমি—

সা। তাহা তুমি কি?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে!

সা। তাহা তুমি কি জান না?

১ম, সাক্ষী। হুজুরের সাক্ষাতে আমি কিছুই জানি, এ কথা বলা আমার পক্ষে বেয়াদবী হয়।

সা। বিরক্তির সঙ্গে (যাক্ ও কথা যাক্) তুমি না ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, হাঁ।

সা। আচ্ছা, তোমরা ব্যবস্থাপক-সভায় যে আইন প্রস্তুত কর, তাহাতে কি লোকে সন্তুষ্ট থাকে?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, আইন কানুন গবর্ণমেণ্ট প্রজার মঙ্গলের নিমিত্তই প্রস্তুত করেন, তাহাতে তাহাদের সন্তুষ্ট থাকাই কর্ত্তব্য।

সা। তাহা বুঝেছি, তবে এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় আইন প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার প্রতি প্রজারা কি কখনই কোন আপত্তি করে নাই?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, প্রজারা অনেক সময় অনেক আপত্তি করিয়াছে। এমন কি? আমাদের মধ্যে অনেক সভ্যেরাও অনেক সময় তাহাদের পোষকতা করিয়াছেন; (করযোড়) কিন্তু হুজুর! এ গোলাম বরাবরি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ প্রাণপণে সমর্থন করিয়াছে।

সা। কিন্তু গবর্ণ্‌মেণ্ট্ তাহাতে কি করিয়াছেন?

ম, সাক্ষী। আমার প্রতি যথেষ্ট মেহেরবানী করিয়াছেন। আমার এই পদ,—এই শ্রী সবই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক।

সা। আমি তাহা শুনিতে চাই না। প্রজারা যে আপত্তি করে, গবর্ণমেণ্ট কি তাহার প্রতি কর্ণপাত করেন?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, গবর্ণমেণ্ট প্রজার মা বাপ।

সা। আবার তুমি ঐ ধুয়া ধরিয়া দিলে? গবর্ণমেণ্ট্ প্রজাদিগের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন; না, অগ্রাহ্য করেন?

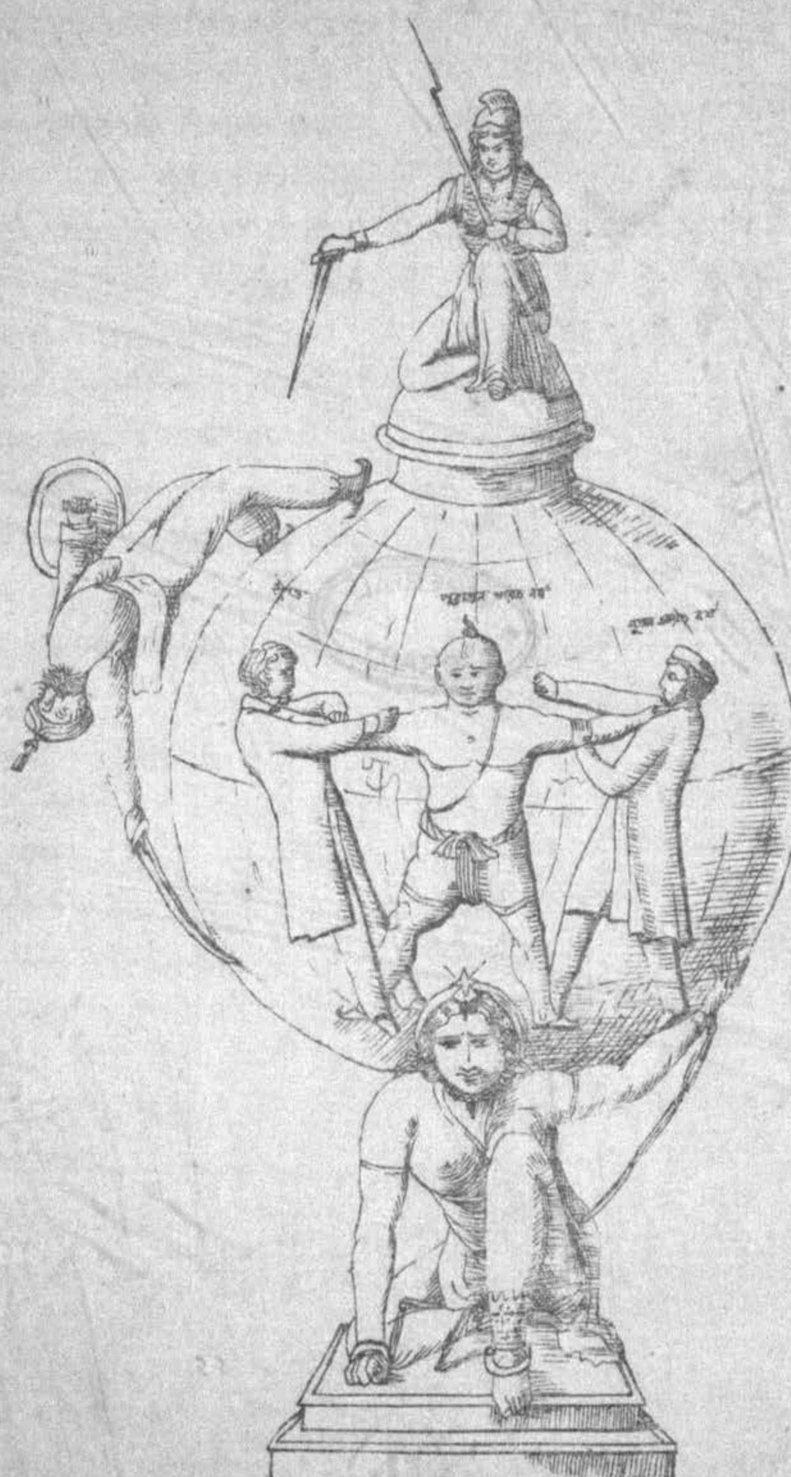
১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে! হুজুর! আমি গোলাম, গবর্ণমেণ্ট্ কি করেন, কি না করেন, এ বিষয় বলা আমার বেয়াদবী।

সা। তুমি সচ্ছন্দে বল, সে তোমার বেয়াদবী হইবে না।

১ম, সাক্ষী। হাঁ, হুজুরদিগের এ গোলামের প্রতি এই রূপ অনুগ্রহই বটে!

সা। (বিরক্তির সঙ্গে) বিশেষ অনুগ্রহ আছে। তুমি এখন কথার উত্তর দাও।

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে করুন।



ভুবনের দর্শন-মন্দিরে স্থাপনার্থ বসন্তক-রচিত ভারতীয় ঘট

সা। প্রজাদিগের আপত্তি গর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করেন, কি অগ্রাহ্য করেন?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিলেও ক্ষতি নাই, অগ্রাহ্য করিলেও ক্ষতি নাই।

সা। তাহা আমি শুনিতে চাই না; বল, হাঁ কি না।

১ম, সাক্ষী। গোলামকে যাহা বলিতে বলেন, তাহাই বলিব।

সা। (জগত, কি আপদ্!) আচ্ছা, হিন্দুদিগের সঙ্গে তোমাদের সৌহৃদ্য আছে?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, না।

সা। কেন?

১ম, সাক্ষী। আমরা গবর্ণমেণ্টের অনুগত আশ্রিত বলিয়া।

সা। তবে, হিন্দুরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট নহে?

১ম, সাক্ষী। (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ্ঞে! আজ্ঞে! গর্ণমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট নহে, কে, কে, আমরা, আমরা, হুজুর! আমরা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অনুগত।

সা। তাহা ত আমি অবিশ্বাস করি না। তুমি যে বলিলে, হিন্দুরা আমাদের প্রতি তত সন্তুষ্ট নন্, সে কেন?

১ম, সাক্ষী। (যোড় হাত করিয়া) আজ্ঞে! এ গোলাম গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অনুগত।

সা। তাহা জানি, হিন্দুদের কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে! হিন্দুরা বড় ভাল লোক।

সা। তাহারা ভাল লোক, উত্তম। তাহারা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট কেন?

১ম, সাক্ষী। গবর্ণমেণ্টের প্রতি কেঁহ অসন্তুষ্ট নহে।

সা। এই যে বলিলে, তোমরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত বলিয়া হিন্দুরা তোমাদিগকে ঘৃণা করে।

১ম, সাক্ষী। হাঁ, হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য নাই।

সা। কেন নাই?

১ম, সাক্ষী। আমরা গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত অনুগত, এই নিমিত্ত।

সা। তবে, হিন্দুরা গবর্ণমেণ্টকে যাহারা ভাল বাসে, তাহাদিগকে ভাল বাসে না।

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে! আমি মুসলমান!

সা। তাহা জানি, তুমি যে বলিলে, তোমরা গবর্ণমেণ্টকে ভাল বাস বলিয়া হিন্দুরা তোমাদের প্রতি বিরক্ত, ইহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, হিন্দুরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত নহে; সে কি সত্য?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে! গবর্ণমেণ্টের প্রতি কেহ অসন্তুষ্ট, এ কথা এ গোলা-

মের মুখ দিয়া কখনই বাহির হইবে না।

সা। আচ্ছা, আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও। সাহেবেরা যদি দেশ ছাড়িয়া আইসেন, তবে দেশের ভাল হয়, কি মন্দ হয়?

১ম, সাক্ষী। সে কি হুজুর? (ক্রন্দন)

সা। ও কি? তুমি ক্রন্দন করিতে লাগিলে কেন? তোমার বিবেচনায় তাহা হইলে ভাল কি মন্দ হইবে?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে! হুজুরেরা যদি দেশ ছাড়িয়া আইসেন, এ গোলামও তাহা হইলে হুজুরদিগের সঙ্গে দেশ ছাড়িয়া আসিবে, আমার তাহা হইলে কি উপায় হইবে?

সা। আচ্ছা, তুমি রাজস্ব সম্বন্ধে আর কিছু জান?

২য়, সাক্ষী। হুজুর! ও আমার বিষয়, আমি উহাতে সাক্ষী দিব।

সা। আচ্ছা, তুমি বল দেখি বাঙ্গালায় কত রকম রাজস্ব আছে?

২য়, সাক্ষী। অনেক রকম আছে।

সা। কি, কি?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞে! মনে হচ্ছে না, একটু অপেক্ষা করুন।

সা। আচ্ছা, বল।

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞে! মনে হচ্ছে না। হলো বলে, এই একটু অপেক্ষা করুন?

সা। নয়, ওটা থাকুক, তুমি বল দেখি? ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা কত?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞে! মনে হলো বলে, একটু রহুন।

সা। না, আমি আর সময় দিতে পারি না, তুমি জন-সংখ্যা কত বল।

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞা! এই—মনে হয়েছে, প্রথম ইন্‌কম্ ট্যাক্স, দ্বিতীয় দ্বিতীয় এই—এই—

সা। উহা থাকুক, বল, ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা কত?

২য়, সাক্ষী। অনুগ্রহ করিয়া আর একটু সময় দিলে মনে হত। জন-সংখ্যা কোন্ দেশের? ভারতবর্ষের? ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা ২৩০০০০০০।

সা। কি?—ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা কত?

২য়, সাক্ষী। ২৩০০০০০০।

সা। সে কি? আমার বোধ হইতেছে, তোমার ভুল হইতেছে।

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞা! এই দেখুন, (পুস্তক বাহির করা) এই দেখুন, ষ্টিউয়ার্ট জিওগ্রাফি কি লিখিয়াছে।

সা। দেখি? এ যে ইংলণ্ডের জন-সংখ্যা? আমি চাই ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞা! দেখি? দেখি? ও আমার ভুল হয়েছে, আমি ভুলে ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা মুখস্থ করিতে

ইংলণ্ডের জনসংখ্যা মুখস্থ করিয়াছি; হুজুর! এবার এক্স্‌কিউজ্ করুন।

সা। আচ্ছা,তোমার মতে ডিসেণ্ট্রি-লিজেশন অব ফাইনেন্স দ্বারা দেশের মঙ্গল, কি অমঙ্গল হইয়াছে?

২য়, সাক্ষী। ডিসেণ্ট্রি লিজেশন অব ফাইনেন্স! (স্বগত) সে আবার কি?

সা। বল,তোমার এ বিষয়ে মত কি?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞা! বল্‌ছি।

সা। কেন, তুমি কি বুঝ্‌তে পারিলে না?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞে! বুঝেছি তবে—

সা। তবে বল না?

২য়, সাক্ষী। স্যার! স্যার! আমি একটু প্লিজ্ লেট্‌মি গো আউট্ করে আসি।

সা। একটু বসো, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রিমিন্যাল বৃদ্ধি হইতেছে, না কমিতেছে?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞা! ওটা আমাদের তৃতীয় সাক্ষী ভাল বলিবেন, এবার জেল রিটার্ণে প্রকাশিত হইয়াছে যে, নেটিব কেন্‌বার্টের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রিমিন্যাল; অতএব উনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিতে পারিবেন।

৩য়, সাক্ষী। কি? তুমি আমাকে ইন্‌সল্ট কর, জান আমরা খৃষ্টান, আমরা পবিত্র ধর্ম্ম পালন করি।

সা। বিবাদে কাজ কি? আচ্ছা, দেখি তুমি কি জান?

৩য়, সাক্ষী। আজ্ঞা! আমি অনেক বিষয় বলিতে পারিব। আমি প্রথম ছিলাম ব্রাহ্মণ, তাহার পর হই ব্রাহ্ম, আবার এখন খ্রীষ্টান; সুতরাং আমি এ তিন জাতির খবর রাখি।

সা। তুমি বল দেখি? এবার যে দুর্ভিক্ষ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ আশঙ্কা করিতেছেন, ব্যাপারটা কি?

৩য়, সাক্ষী। আজ্ঞে! ও বিষয় ওল্‌ড্‌টেষ্ট্‌মেণ্টে যাহা যাহা লেখা আছে, তাহা আমি ইতি পূর্ব্বে সাপ্তাহিক সংবাদে লিখিয়াছি।

সা। সাপ্তাহিক সম্বাদ আবার কি?

৩য়, সাক্ষী। সে এক-খানি খৃষ্টানদের খবরের কাগজ। যদি সাহেব বলেন, তবে পাঠ করি। (পকেট হইতে কাগজ বাহির করিতে উদ্যত)

সা। আমি বাইবেলের কথা শুনিতে চাহি না, তুমি দেশের অবস্থা যাহা দেখিয়াছ, তাহাতে তোমার কি বিবেচনা হয়?

৩য়, সাক্ষী। সাহেব! আপনি খৃষ্টান; আপনি বাইবেলের কথা শুনিতে চান না? হে প্রভু তুমি এই অপবিত্র আত্মাকে পবিত্র কর। তোমার আলোক দ্বারা—

সা। হইয়াছে,চুপ কর। আমি বাই-

বেল অবিশ্বাস করি না। তবে বাইবেলে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের কথা কি থাকিবে।

৩য়, সাক্ষী। অবশ্য আছে। বাইবেলে যাহা নাই, এমন দ্রব্য পৃথিবীতে নাই। আপনি যদি চান, আমি আপনাকে প্রমাণ করাইয়া দিতে পারি।

সা। আচ্ছা, উত্তম হইয়াছে। তোমরা এক কাজ কর, তিন জনে সারি দিয়া দাঁড়াও, আমি এক এক জনকে জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দেও। তোমরা বল দেখি মাজিষ্ট্রেটদিগের ভার দেশীয় লোকের হাতে দিলে ভাল হয়, কি মন্দ হয়?

প্রথম। হুজুর! আপনারা যাহা বিবেচনা করেন, তাহাই ভাল হয়।

দ্বিতীয়। আজ্ঞে! আজ্ঞে! ভাল হয়, ভাল হয়।

তৃতীয়। ও হোলো না, হোলো না, ভাল হয় না।

দ্বিতীয়। আজ্ঞে! আমি রাইট—আমি উপরে যাব।

সা। উপরে যাব কি?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞে! আমার ভ্রম হইয়াছে। আমি ভাবিতে ছিলাম যে, আমি স্কুলের প্রশ্ন উত্তর করিতেছি।

সা। আচ্ছা, তোমাদের মত আর বাঙ্গলায় কত জন আছে?

সাক্ষীগণ। আজ্ঞে! তাহা বোধ হয় অনেক আছে।

সা। না, এরূপ রত্ন বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট অনেক তল্লাস করিয়া পাইয়াছেন। তোমরা এখন বাড়ী যাও।

(সকলের প্রস্থান)

বসন্তক-বাসন্তিকা-রহস্য।

(বাসগৃহে বসন্তক শয্যোপরে শয়ন করিয়া)

বসন্তক—(উচ্চৈঃস্বরে) বলি ও হ্যাদে—বলি ও বাসন্তিকা, বলি কোথা গ্যালে?

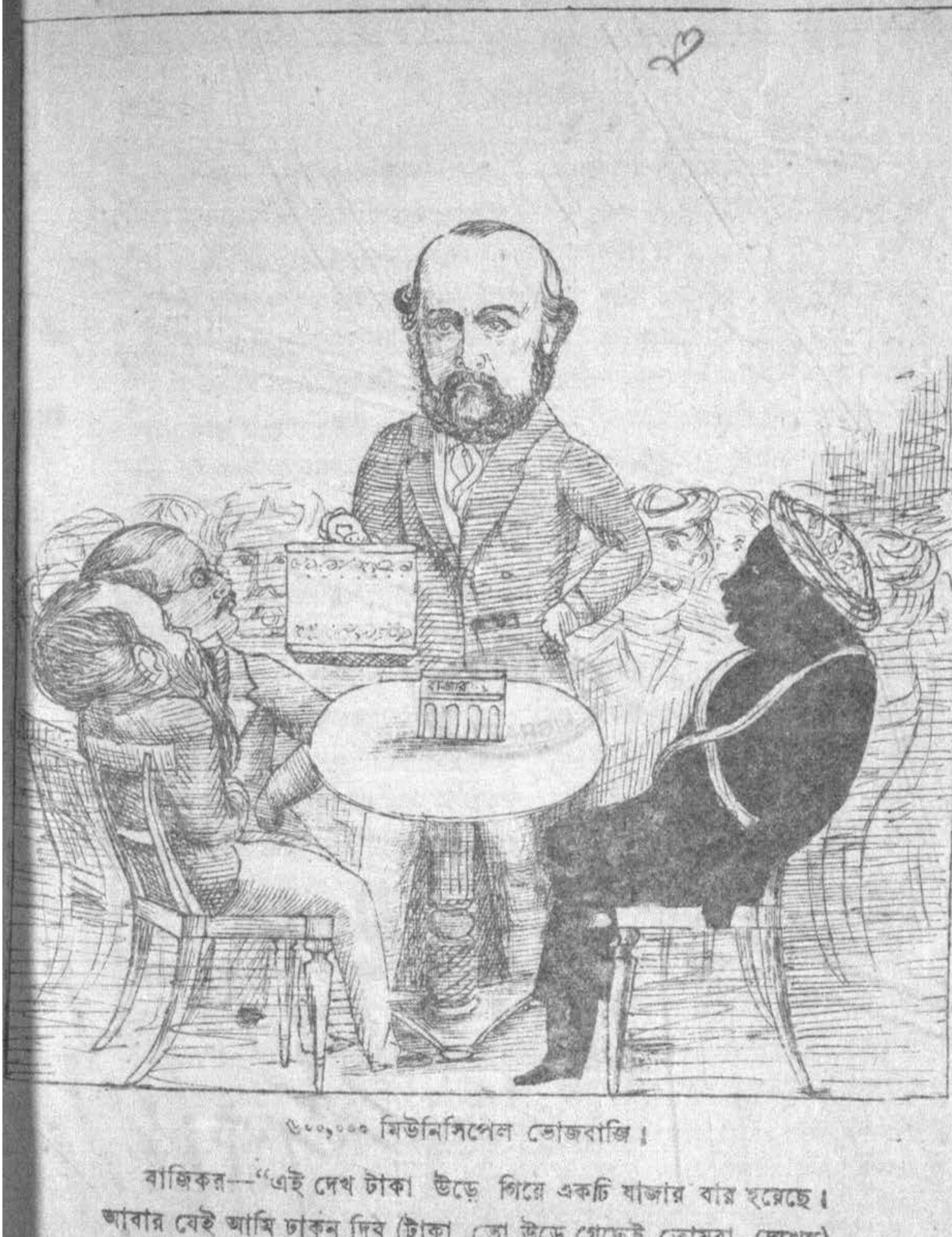
বাসন্তিকা—(প্রবেশ করিয়া) কেন ডাক্‌ছ নাথ?

বসন্তক—(স্বগত) ঐ নাথেতেই নাথিয়ে রেখেচে; (প্রকাশে) বলি না, এমন কিছু নয়, এই কোথা গেছ্‌লে, তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেম।

বাসন্তিকা—নাথ! তোমাকে ছেড়ে যাব কোথা, এইখেনেই ছিলেম—

বসন্তক—হ্যাঁত তা বটেইতো—তা বটেইতো—আমাকে ছেড়ে তুমি আর যাবে কোথা; লোকে কথায় বলে "যেতা রাধা সেতা শাম" যেতা হাঁড়ী সেতা-সরা—তবে কি না দেখি নি বলেই ডাক্‌ছিলুম—তা এখন একটু বোশো না, দুট চারটে কথা বার্ত্তা কয়া যাক্‌,

বাসন্তিকা—নাথ! একটু অপেক্ষা করুন, আমার এখন অনেক কাজ বাকী আছে, অনুমতি করেন তো সেরে আসি।



৬০০,০০০ মিউনিসিপেল ভোজবাজি।

বাজিকর—"এই দেখ টাকা উড়ে গিয়ে একটি বাজার বার হয়েছে। আবার যেই আমি ঢাকন দিব (টাকা তো উড়ে গেছেই তোমরা দেখেছ) আর অমনি বাজারটিও উড়ে যাবে।"

সভ্যগণ—টাকা আসবে না?

বাজিকর—টাকা আসবে তো কি তামাসা? ফের ৬০০০০০ টাকা দেও ফের একটী বাজার আসবে।

বসন্তক—কি আপদ্! এর কাজের জ্বালায় তো বাঁচা যায় না; ছুট কতা কয়্বারও অবকাশ হয় না ; যা হোক, বাধা দেওয়া হবে না ; শেষে কেঁচ খুড়্তে খুঁড়্তে সাপ বেরিয়ে পোড়্বে (প্রকাশে) প্রিয়ে! তবে কাজ গুলো সেরে একবার এস ; অনেক কথা আছে।

বাসন্তিকা—নাথ! আমি এলেম বলে (প্রস্থান)

বসন্তক—আহা! বাসন্তিকাকে আমি বড় ভাল বাসি, দেখ্বা-মাত্রেই প্রাণটা ঠাণ্ডা হল—না দেখ্লে জগৎটা যেন অন্ধকার দেখি; ভগবানের ইচ্ছে শত্রুর মুখে ছাই দে বাসন্তিকা বেঁচে থাক্; আমি আর কিছু চাই নে—বাসন্তিকা আমার লক্ষ্মী সরস্বতী দুই—পাড়ার লোক গুলো হিংসেয় মরে; তাই কত রকম দোষ বার করে; আমি তো দেখ্তে পাই নে—গণ্ডমূর্খ বলেই তারা বাসন্তিকাকে গোদা বলে—আমার চেয়ে একটু মোটা পা হলেই যদি গোদা হয়; তা হোলে মহামহা-কবিরা কদলীবৃক্ষ, করিশুণ্ডাদির সহিত যুবতীগণের উরুর তুলনা করিতেন না; তা যা হোক, এতে এক রকম ভাল হোয়েছে, কারুর নজর পোড়্বে না—মানুষের নজরটা বড় দোষের, ভাল দ্রব্যে পড়্লেই একটী না একটী অনিষ্ট ঘটে;—আমার সহজেই স্ত্রীর উপর শনির দৃষ্টি, তাতে আবার লোকের দৃষ্টি পড়্লেই সর্ব্বনাশ ঘট্বে!—এই যে প্রিয়ে আস্ছেন।

(বাসন্তিকার পুনঃ প্রবেশ)

এস, এস, প্রিয়ে! বসো।

বাসন্তিকা—(উপবেশন করিয়া) নাথ! একা কি ভাব্ছিলে?

বসন্তক—এই তোমারি কথা।

বাসন্তিকা—আমার কথা কি বলইনা, শোনা যাক।

বসন্তক—তোমার উপর লোকের দৃষ্টি পোড়ে পাছে তোমার কোন অমঙ্গল হয়, তাই ভাবছিলেম।

বাসন্তিকা—হাঁ, নাথ! তোমার সে ভয় হোতে পারে; তুমি একমাসের মধ্যে তিনটী বিয়ে কোরেছ কি না। তা, নাথ! একমাসে তোমার তিনটী বিয়ে কেমন কোরে হোলো, তা বুঝ্তে পারি নি।

বসন্তক—তবে শোন, তুমি আমার তৃতীয় পক্ষের সংসার; সুতরাং তোমার জন্যে আমায় ভাব্তে হয়; আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই চিরহাসিনীকে বিয়ে করি, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন হাসিয়া অল্পকাল মধ্যেই সে যায়; পরে চিরহাসিনীর অল্প প্রাণ বলিয়া কটুভাষিণীকে বিবাহ করি, কিন্তু তাহার কটু বাক্যে আমার উপর সকলের কোপ হইল ও আমার প্রাণ রক্ষার্থ সে দেহ ত্যাগ করাতে আমি তোমায় বিয়ে কোরেছি;—তা তোমার গুণে আমি মোহিত আছি, তোমার মুখে হাসি লে-

গেই আছে; যদিও তুমি ক্রোধ হলে কটু বাক্য কও, কিন্তু তাতে লোকের মর্ম্ম ভেদ হয় না; আর তুমি রহস্যের স্রোতস্বিনী,—সুতরাং তোমার গুণে পাছে লোকের নজর পড়ে, সেই ভয় করি।

বাসন্তিকা—নাথ! তোমার সে ভয় নাই, তোমার চিরসঙ্গিনী হইব।

বসন্তক—হাঁ, তা হলেই ভাল; দুজনে কিছু দিন আমোদ আহ্লাদ করা যাক্।

বাসন্তিকা—তা, নাথ! আমোদাহ্লাদের আর বাকী কি কোরেছ;—হল্‌দে বঙ্গে ডুবেছ; মাতায় ইয়ার গোছের চাদর বেঁধেচ; বড় বড় বাবুদের কাছে রঙ্গ-রস কত্তে যাচ্চ; এতেও কি আর হয় নি।

বসন্তক—প্রিয়ে! ভাল কথাটা মনে করে দেছো! সহজেই আমাকে বিলাতী প্যাঞ্চের অনুকরণ বলা যায়, তাতে আবার বিলাতী চাল চেলে অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীদের পাছে ক্ষেপিয়ে তুলি এই ভয়েই চেষ্টা কোরে দেখ্‌চি, যদি দেশীয় ভাবে ভারগ্রস্ত-বাঙ্গালীর মলিন মুখে মাসান্তেও একবার হাসি বার কোত্তে পারি। তা, প্রিয়ে! তুমি দুচারটা পরামর্শ দেও।

বাসন্তিকা—নাথ! আমি মেয়ে মানুষ, তোমাকে কি পরামর্শ দেব?

বসন্তক—বল কি "খোঁটার জোরে গাড়ল লড়ে" তুমি না বল্‌লে চল্‌বে কেন?

বাসন্তিকা—ও টা কি হলো?

বসন্তক—সেটা কি আর জান না, লোকে যে বলে "ভ্যাড়া করে রেখেছে" তাই ও কথাটা হলো, এখন কি কর্ত্তব্য, তা বল।

বাসন্তিকা—তবে বলি, শোন, তুমি যে রকম লড়্‌ডের মত সেজে গুজে বেরুচ্চ তোমায় আমার কথা গুলো ভাল লাগ্‌চে ত।

বসন্তক—বল কি, প্রিয়ে! তুমি আমার সোণারকাটি, রূপারকাটি, যা বল্‌বে, তাই করিব।

বাসন্তি—(হাস্য করিয়া) নাথ! দেখ বিলাতে আডিসন, ইষ্টিল প্রভৃতি লেখকগণ দেশীয় রীত্যাদির দূষণীয় ভাগ সকলকে ব্যঙ্গ পূর্ব্বক বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন এবং পরে প্যঞ্চ হইয়া সেই সকল কার্য্য করিতেছে; তা তোমারও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য; হো হো কোরে ভণ্ডামী না কোরে দেশের রীতি নীতির নকল দেখারো, কোন বিশেষ ব্যক্তির অপরাধ দেখিলেই ঢাক কাঁধে করো না; লোকের গুপ্ত কথায় কর্ণপাত করো না, সেটা ভদ্রলোকের কার্য্য নয়, ও ভদ্রে তাহা ভাল বাসেন না। যে সকল বিষয়ে সাধারণের সম্বন্ধ আছে, তাহাই তোমার আলোচ্য, তবে যদি সাধারণ বিষয়ের আলোচনায় কোন বিশেষ লোকের কথা বলিতে হয়, তবে

বলিবে। বিশেষ লোকের নিন্দা বা কটু উক্তি করিয়ো না ; তাহা হইলে সকলেই রুষ্ট হইবেন ও ঘৃণা করিবেন।

বসন্ত—তা না কল্লে হবে কেন ? আজ কাল যে গালি গুফ্‌তার সময়, লোকে তাই চায়।

বাসন্তি—তোমার ভ্রম; লোকের রুচি-দোষ দূর করা কি তোমার কার্য্য নহে।

বসন্ত—তবে মুখে চূণ কালী মেখে নাচ্‌বো।

বাসন্তি—তাহাই বা কেন ?

বসন্ত—তবে লোকে হাসুবে কেন ?

বাসন্তি—হাসাবার পথ আছে, মন্দ বিষয়কে এরূপ হাস্য রসের সহিত ব্যঞ্জনা করিবে, যেনলোকে হাঁসেন ; কিন্তু দোষ দেখিতে পান ; আর, কখনও সদ্বিষয়কেও এরূপ বর্ণনা করিবে যে তাহার বৈচিত্র দর্শনে লোকে হাস্য করেন।

বসন্ত—তবে তাই কোর্‌বো।

বাসন্তি—যা কোর্‌বে, তা জানি।

বসন্ত—না, না, ঠিক বল্‌চি, না হলে তোমার রাগ হলে, কে "দেহি পদপল্লব পাহাড়ং" করিবে !!

সমালোচনা।

আমরা মধ্যে মধ্যে সম্বাদপত্র ও পুস্তক সমালোচনা করিব। সম্বাদপত্র বিনিময়ে ও পুস্তক দান স্বরূপ না পাইলেও সমালোচনা করিব। আমরা কেবল প্রথম সংসার পাতিয়া বসিয়াছি। আমরা এখনও সমালোচনার নিমিত্ত পুস্তক প্রাপ্ত হই নাই। কয়েক জন সম্বাদপত্রের সম্পাদক আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া যে পত্রিকা কয়েক খানি পাঠাইয়াছেন। অদ্য আমরা তাহার সমালোচনা করিব।

অমৃত বাজার পত্রিকা—এ পত্রিকা খানি পূর্ব্বে যশোহর হইতে বাহির হইত, আজ কয়েক বৎসর বহুবাজারে আসিয়াছে। এখানির ইষ্টমন্ত্র পূর্ব্বে ছিল "অধীনতা কালকূট মরি হায় ! হায় ! করেছে কি আর্য্য সুতে চিনা নাহি যায়॥" তাহার পর ষ্টিফিন সাহেবের তাড়ায় উহা উঠিয়া যায়। কলিকাতা আসিয়া আমোদ আহ্লাদ উৎসাহে তাঁহারা ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়া যান, কিন্তু সম্প্রতি আবার ইষ্ট মন্ত্রের কথা মনে পড়িয়াছে, অমৃতবাজার পত্রিকার বর্ত্তমান ইষ্ট মন্ত্র এই—

"মূল্য—অগ্রিম বার্ষিক ৬৸৹, ডাক মাশুল ১৸৹, ষাণ্মাসিক ৩৷৹,ডাক মাশুল ৷৹, ত্রৈমাসিক ২৷৵৹, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮৸৹, ডাক মাশুল ১৸৹ টাকা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য প্রতি পুংক্তি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ততোধিকবার ৵৹ আনা।"

দেশে যেরূপ দুর্ভিক্ষ ; অমৃতবাজারের তেমনি উত্তম ইষ্ট মন্ত্রটী হইয়াছে !!

সোমপ্রকাশ—এখানি পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদিত করিতেন। এখন এক জন উন্নতিশালী পৈতে ফেলা ব্রাহ্ম সম্পাদন করেন। তিনি সম্প্রতি "উকিল না জজ" এই একটী প্রস্তাব লিখিয়া ভারী গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সম্পাদকেরা জজ না উকিল? আমরা বলি, নূতনব্রতি! সম্পাদকেরা না জজ, না উকিল, তাঁহারা পাতী মোক্তার!

মিরার—এখানি পূর্ব্বে দেবেন্দ্র বাবুর ছিল, প্রকারান্তরে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের হাতে পড়ে, এখানির বিষয় আমরা পরে বলিব। সম্প্রতি তিনি একটী ভারী অন্যায় কথা লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক এক খানি প্যঞ্চ প্রকাশ করিবেন।" প্যঞ্চ—আমরা প্রকাশ করিব! অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ নাই। মিরার, ব্রাহ্মঃ তাঁহাদের আপন পর জ্ঞান নাই, তাঁহারা অনায়াসে পরের দ্রব্য নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা হিন্দু, আমাদের দ্রব্য তিনি অপরকে দিলে আমরা ক্ষতি-গ্রস্ত হই।

সংবাদ।

খিদিরপুরের হেষ্টিং ব্রিজ সহসা কেন পড়িয়া গেল এই বিষয় লইয়া ভারী গোলমাল যাইতেছে। অনেকে এবিষয়ে অনেক রূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় এটী ভৌতিক কাণ্ড। আমাদের বোধ হয়, হ্যাষ্টিং সাহেবের বংশীয় কোন মহাত্মা হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনি গয়ায় গিয়া পিতৃ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন এবং হেষ্টিং সাহেব উদ্ধার হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত তিনি সম্ভবতঃ হেষ্টিং ব্রিজে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং উদ্ধার হইবার সময়ে পুলটী ভাঙ্গিয়া তাঁহার উদ্ধার বিষয়, যেরূপ প্রেতাত্মারা করিয়া থাকে, সকলকে অবগত করিয়া গেলেন!!

আমরা শুনি যে ডকিন সাহেব বঙ্কিম বাবুকে যে চপেটাঘাত করেন, তাহাতে সাহেবের হাতে যে বেদনা লাগে এবং তিনি মারিবার সময়ে অস্পৃশ্য বাঙ্গালিকে স্পর্শ করিয়া যে গ্লানি সহ্য করেন ও বঙ্কিম বাবু ডকিন সাহেবের নামে রাজ বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়া যে বেয়াদবী করেন, তন্নিমিত্ত তিনি সহস্র সহস্র ব্যক্তির সম্মুখে গললগ্নী-কৃতবাসাঃ হইয়া শূন্য পায়ে যোড় হস্তে ডকিন সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিন্তু বঙ্কিক বাবুর আত্মীয় স্বজনে বলেন, তাহা নয়, সাহেব প্রকাশ্যরূপে বঙ্কিম বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহার কোন্‌টী সত্য, তাহা আমরা জানি না।

কলিকাতা, গরাণহাটা ৩৩৬নং স্মচারুযন্ত্রে মুদ্রিত।



বঙ্গবতীর মহাপীড়া

প্রবন্ধে দেখ॥

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীয় হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

তৃতীয় সংখ্যা।

ডাকমাশুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৶ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৹ আনা।	এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।	অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

সভ্যগণ সুখে থাকুন! আপনাদের কল্যাণে এ দুর্ভিক্ষের বৎসর আমায় ক্লেশপেতে হোলোনা। ভেবেছিলেম, আমার মোটা পেট দেখে বড় খাই ঠাউরে দূরকোরে দেবেন কিন্তু সেটা না করাতে এ যাত্রা রক্ষা পেলেম। আমি ভিক্ষা শিক্ষা কোরে যে চাল চাট্টি পাই তাহা রন্ধনেই যায় গভর্ণ্মেণ্ট খরিদা চালের মত চর্ব্বণেও যায় না ও রুই পোকার জন্য তোলাও থাকে না। সে যাহা হউক এখন আপনাদের একটা নূতন রকমের কথা শোনাই।

১৭ মার্চ তারিখের ডেলিনিউসে লিখেছে যে প্রেসিডেন্সি কালেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকদিগকে একটি শিক্ষক দ্বারা মেকলির লেখাদি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশক একটী প্রবন্ধ লিখিতে দেওা হয় এবং একজন ছাত্র ঐ প্রবন্ধের অন্যান্য সমস্ত বিচারান্তে লিখেন "মেকলী অত্যন্ত একগুঁয়ে ও সময়ে সময়ে অসম্পূর্ণ পূর্ব্বপক্ষের উপর সিদ্ধান্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর কিছুই না জানিয়া দুই একটী অসৎ লোকের আচরণ দৃষ্টে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন কিন্তু তাহা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু আমরা যদি এখানে দুই চারজন ইংরাজ হুজুরের আচরণ হইতে ইংরাজ জাতিকে নিন্দা করি তাহা হইলে মেকলির অপেক্ষা শতগুণ অধিক নিন্দা করিতে হয়।" এই দেখেই শিক্ষকবর তেলেবেগুণে জ্বলে উঠে সহরে তোলো হাঁড়ি মাগ্‌গি কোরে ফেল্‌লেন ও অষ্টমীর পাঁঠারমত কম্পমান লেখককে ধোরে তাঁর কর্ত্তা দাদার

কাছে নেগে ঐ লেখা দেখায়ে মুক নাড়া নাড়ি কোরলেন। কর্ত্তার আকেল গুড়ুম ভাইয়ের মুখখানিকে ভিমরুলের চাকের ন্যায় দেখে হতভোম্বা হোয়ে লেখককে বোলে ফেল্লেন "তুমি জান এতে তোমাকে পুলিসে দেওয়া উচিত ; যাহোক তোমায় সে পর্য্যন্ত কোল্লেম না কেবল তোমার জলপানী কাটা যাবে।" বিদ্যালয়ের নূতন শিক্ষা প্রণালীতে তৈয়ারী মানুষ গাড়লটী কেঁপেই অস্থির, ভাগ্‌গিস আমাদের রিপোর্টার ছিলেন তিনিই তাকে বলিলেন "কেঁপোনা স্থির হও, তোমার মা তোমার মাতা খেতে এই শিক্ষা শিখিতে দেচে কি ? ১২ টাকার কি এই শিক্ষা ? "কর্ত্তা বোলে উঠিলেন" ১২ কি ২৫ টাকা জলপানি" শুনে আমাদের রিপোর্টার ভয়ে বোল্লেন "হাঁ তবে যে ওকে ফাঁসি দেয়া উচিত।" আমরা নাকি আমার ন্যায় লোক দেখেই কার্য্যে নিযুক্ত করি এই জন্যই রিপোর্টার কর্ত্তাটির চোক ঘুরণীতে কেঁপে পড়ে যানূনী অপর কেহ হলেই কাপড় ছাড়তে হোতো।

আমার এই ব্যাপারটা জেনে অবধি কথকগুণ কথা মনে উঠেছে তাদের চুপোনিতে আর বাঁচিনে বের কোরে দিতে হোচ্চে পাঠকগণ অপরাধ লবেন না। সে কথা গুলো আপনাদের নিতান্ত অনাবশ্যক নয় কতক্‌টা কাজে লাগতেও পারে। কথা গুলি গভর্ম্মেণ্ট বিদ্যালয়াদির সম্বন্ধে সুতরাং যাঁরা সরকারী বিদ্যালয়ে ছেলেদের দেবেন তাঁহারা ভাল কোরে শুনবেন। একদিন এদিক উদিক বেড়াতে২ মনের মধ্যে বড় সাধ হোলো গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে কেমন শিক্ষা দেয়া হয় দেখি। আমাদের যে ইচ্ছা সেই কায, অমনি একে একে বিদ্যালয় গুলিতে ঘুরিতে লাগলেম। প্রথম যেটাতে গেলেম সেটী সর্ব্বপ্রধান—শিক্ষকগণ অধিকাংশই সাহেব ও ছাত্রগণ প্রায় দুতিন ছেলের বাপ! দেখিলাম একজন শিক্ষক বালকপ্রাচীন ছাত্র গুলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কালিদাস ভাল কবী কি শক্ষপির ভাল কবি" ? তৎশ্রবণে প্রায় সকলেই খাদিশূরে সুরথালের সাক্ষীর ন্যায় বলিয়া উঠিলেন "শক্ষপির।" কেবল দুইটী ছাত্র কানা গোরুর ন্যায় গোঠ ছাড়া হয়ে বলিলেন "কালিদাস"—

শি—(সকোপে) কি কালিদাস ?

ছা দ্ব—শকুন্তলাদি সংস্কৃত গ্রন্থের লেখক—

শি—ড্যাম ইওর শকুন্তলা! শক্ষপিরের একলাইনের সমান নয়। তোমরা বড় গাধা তোমরা কেন এখানে পড়তে এসেছ—গরু চরাওগে না। তোমরা যা বল তার কারণ দেখ না! কি জন্য কালিদাস ভাল বল দেখি ?

ছা দ্ব—সভয়ে অবনত মুখে রহিলেন।

শিক্ষ—তোমরা বড় বেয়াদব তোমাদের জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওনা—এতবড় আস্পর্দ্ধা আমি জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা জবাব দেওনা; মুখ তুলে দেখনা; এত অহঙ্কার! আমি তোমাদের নামে রিপোর্ট কোরবো—এখনো বল কেন কালিদাসকে ভাল বলচ?

ছা দ্ব—(রিপোর্টের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া) শক্ষপির কালিদাসের অন্যূন ১০০০ বৎসর পরের লোক ও তিনি কেবল নাটকই উৎকৃষ্ট লিখিয়াছেন কিন্তু কালিদাস মহাকাব্য, খণ্ড কাব্য ও নাটক তিনই উৎকৃষ্ট লিখিয়াছেন।

শি—এত বড় বেয়াদবি, আমি যা বলি তার উপর শিক্ষে চালাও, তবে তোমরা পড়াতে পারনি—এখনি ক্লাশ থেকে বার হও।

ছা দ্ব—(কাতর হইয়া) আমরা আপনার কথা কি লজ্মন করিয়াছি—আপনি এত জিজ্ঞাসা করিলেন তাই আমাদিগের মত দিয়াছি।

শিক্ষ—কি মুখোমুখি জবাব! দূর হও (ছাত্রদ্বয়ের ঘাড় ধরিয়া বাহির করণে প্রবৃত্ত)

আমি এই পর্য্যন্ত দেখিয়া অপর শ্রেণীর দ্বারের নিকট গিয়া উকি মারিয়া দেখিতে লাগিলাম। তথায় দেখিলাম একজন বাঙ্গালী শিক্ষক উত্তর রামচরিত পড়াচ্চেন আর মাঝে মাঝে হস্তস্থিত একটী ধামা হইতে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্ক বাচস্পতির গ্লানি গর্ভ চটিবই ছাত্রদিগকে দিচ্চেন। এস্থানে একটী অপূর্ব্ব দর্শন দেখা গেছেল। আমার বোধ হলো যেন শিক্ষকের পিছনে দুই জন সিউনি করে একটী সাগর থেকে জল ছেঁচ্‌চে কিন্তু সেটী বোধ হয় আল আঁধারের দরুণ দৃষ্টির ভ্রম জন্মেছিল। এই দেখেই আমি পরের বিদ্যালয়টিতে গেলেম। দেখিলাম বাড়ীটি মন্দ নয় দরজার উপর একটী প্রতিমূর্ত্তি বসান রয়েছে ঠাউরে দেখিলাম একটী ঘানি গাছের উপর কটী কলু বসিয়া আছে ও ঘাণিটীর গায়ে লেখা—

“পাণ্ডিত্যের মুখে ছাই স্থান গুণ চাই।
ভোজরাজ সিংহাসনে রাখাল বড় ভাই॥”

পরে প্রবেশ করে দেখিলাম যে এক জন ছাত্র ও একজন শিক্ষকে কথা হচ্চে। ছাত্র শিক্ষককে বলিল ‘স্যার আমার জ্বর হয়েছে ছুটি দিন।”

শি—বোসগে যা দেক করিসনে।

ছাত্র—স্যার দেখুন আমার সত্তি জ্বর হয়েছে (চেহারা দেখে আমার বোধ হলো ছেলেটীর সত্যই জ্বর হয়েছে—মুখ শুখনো শুখনো, চোক ছল ছল করছে, রগের শির উচু হয়ে দপ্ দপ্ কোচ্ছে)

শি—(না দেখিয়াই) ফের স্টুপিট! বোস্‌গে যা।

ছাত্র—স্যার আমার বড় ক্লেশ হচ্চে ছেড়ে দিন।

শি—ষ্টুপিট্ এত বেয়াদবী ও আমার কথার অবাধ্যতা! ষ্ট্যাণ্ডঅপ্।

ছাত্র—(দাঁড়াইয়া) স্যার বড় মাতা ধোরেচে দাঁড়াতে পারি না কেবল আপনার কথা রাকতে দাঁড়ালেম ছেড়েদিন স্যার!

শি—ষ্টুপিট্ হলে টুলের ওপোরে দাঁড়াগে।

ছা—স্যার আমার জ্বর হয়েছে আমি পারিনে পোড়ে যাব।

শি—কি ইন্‌সল্টকর [এই বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ছেলেটীকে ধোরে প্রধান শিক্ষকের কাছে নেগে বোল্লেন] একে দাঁড়াতে বলচি এ দাঁড়াবে না।

ছা—স্যার আমার জ্বর হয়েছে দেখুন।

প্রধান শি—কি কব্রি মাষ্টার বোলেচেন দাঁড়াওগে।

এই সব দেখে আমি আর রইতে পাল্লেম না এগিয়ে গিয়ে বোল্লেম "ওহে বাবুরা তোমরা তো পৃথিবীকে সরাখান দেখেছো তাবোলে ভদ্রলোকের ছেলে গুলির মাথা খাচ্ছ কেন?

প্রশি—তুমি কেহে কাকে কিবল তার ঠিকনেই!

আমি—কেন কি হয়েছে কাকে কি বলেছি।

প্রশি—আমি কে তুমি জান?

আমি—আপনারা শিক্ষক।

প্রশি—তবে তুমি ভরসা কোরে কথা কচ্চো যে,

আমি—আমিতো তোমাদের ইস্কুলের ছেলেনই যে ভয় পাব।

প্রশি—তাই বোলে কি তুমি যাইচ্ছা তাই বোলবে।

আমি। কি বলেছি এখনতো কিছুই বলিনী।

প্রশি—আরো কি বলতে চাও।

আমি—বলতে চাই যে ভদ্রলোকের ছেলেদের শেয়াল কুক্কুরের বেহেজ ব্যবহার কর কেন? বড় মানুষদের সঙ্গে তোমাদের যে আন্তরিক বিবাদ আছে সেটা কি এই রকমে প্রকাশ কত্তে হয়?

প্রশি—আমাদের সঙ্গে বড় মানুষের কি বিবাদ।

আমি—এই সতাতো ভেয়ে ভেয়ে যা হয়; তারা হলো লক্ষ্মীর বরপুত্র আর তোমরা অলক্ষ্মীর।

প্রশি—(মহাকোপে) দেখ মুখ সামলে কথা কয়ো।

আমি—বাপু অত গরম কেন হও, ওতে ডরিনে তোমরা বা কোথা থাক আমি এই রকম কোরে রাজারাজড়োর সঙ্গে কথা কোই।

এমৎ সময়ে আর একজন শিক্ষক ১৯।২০ বৎসর বয়সের গোঁপ ও ব্রাহ্ম ফ্যাসনের মন্দ দাড়িওলা একটী ছেলেকে



ছোট কর্ত্তা—ভাই আমি চলিলাম, আমার
এ কুপোষ্য গুলিকে দেখো। ভুলনা ভাই
ওহো হো হো (কেঁদে ভাসা আসি)

কাণে ধোরে এনে প্রধান শিক্ষককে বলিলেন "একে গাধার টুপি মাথায়দে হলে দাড়াতে বলেছি তা দাড়ায়নি।"

প্রশি—কেন হে দাঁড়াও নি কেন?

ছা—(অভিমানভরে) বলেন কি পড়া জিজ্ঞাসা কোরে কে কোথা দাঁড়ায়?

প্রশি—না তোমার মাষ্টার যখন বোলেছেন তোমাকে দাঁড়াতেই হবে।

ছাত্র—(অভিমানে অধৈর্য্য হইয়া) বিচার করুন এতো মোগোলী আমলনয় যে হাকিম ফিরলেও হুকুম ফিরবে না।

প্রশি—তুমিতো বড় ষ্টুপিড।

ছাত্র—আপনারা আমার গুরু।

প্রশি—না তোমাকে দাঁড়াতে হইবে,

ছাত্র—হুর আবাগেরব্যাটা ভূত তুই কি তোরমতন হীন সকলকেই ভাবিস্ ও রকম দাঁড়ানর চেয়ে যে ভদ্র লোকের মরা ভাল। আমি টুপি মাতায় দে দাঁড়ালে আমার ছেলে কি বোলবে? এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

প্রশি—দেখলে ছেলে গুলো কি বেয়াদব।

আমি—কি করে ভদ্রলোকের মানের দায় প্রাণের চেয়ে বড় হয়।

প্রশি—তবে কি দোষ আমাদের?

আমি—আর কাদের? তোমরা না করালে কি এরকম করতো, এখন যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পেলে।

এই অবধি থাক আর সময়মত বলা যাবে।

ঘোরো বাবুর দেশভ্রমণ।

পাঠকগণ! আজ আমি আপনাদের নিকট যে একটী গল্প আরম্ভ করিতেছি তাহার গৌরচন্দ্রিকাটা দেখেই চটে যেয়োনা। যদিও লোকে কথার কথা বোলে থাকে যে একআঁচড়েই যত তেল মাখা তা জানা যায়, তথাপি এমন স্থলও অনেক দেখা যায় যাহাতে ঐ কথাটী খাটে না। তাহার প্রমাণ এই যে শীত-কালে যতই তেলমাখা যাক আঁচড় দিলেই গায়ে খড়ি উঠে ও এরূপ রুখো খেতের লোক ঢের দেখা যায় যাহাদের সর্ব্বকালেই গায়ে খড়ি ওঠে। অতএব ও কথাটাকে বেদবাক্যের ন্যায় অব্যর্থ জ্ঞান না কোরে সামান্য প্রবাদ মাত্র জানিবেন। এ সকল প্রবাদের, আমাদের হিন্দুধর্ম্মের ন্যায়, যেখানে দোষ সেই-খানেই কাটান আছে, দেখুন পণ্ডিতেরা যে লিখেছেন "অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি" তাহা সত্য কিন্তু তত্রাপি ম্যাড়া তুলসিদাস তার কাটান কোরেছেন "সত্গুরু পাবে ভেদবাতাবে জ্ঞান করে উপদেশ, তব কয়লাকি ময়লা ছোটে যব আগ করে প্রবেশ।" অতএব আপনারা আঁচোড়ে না বুঝে ভাল কোরে দেখ্‌বেন তা হলেই সন্তুষ্ট হবেন। আ-রব্য উপন্যাসের ভূতাদির গল্পে যাঁহারা

তুষ্ট হন তাঁরা এতেও তুষ্ট হবেন কারণ এতে মানুষ ভূত আছে। যাঁহারা বিজ্ঞানশাস্ত্রে আমোদ পান তাঁরা এতে সে শাস্ত্রের অভাব পাইবেন না; যাঁরা পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী তাঁহাদেরও ইহা তুষ্টিসাধন করিবে; অধিক কি বিজ্ঞান, সাহিত্য, পুরাবৃত্তাদি সকল শাস্ত্রের রসের গণ্ডিগাচ বলিলেই হয় যে যেরূপ মেড়ে লতে পারেন। এক্ষণে মুখবন্ধ খুলে দে কথারম্ভ করা যাউক, কিন্তু আর একটু বাকি আছে তাহাও আগে বলা চাই। এগল্পটীর সমস্তই প্রকৃত ঘটনামূলক বলিয়াই ইহা বলিতেছি এবং পাঠকগণ দেখুন মনুষ্য স্বভাব কতরূপ হয় ও তাহার কার কি রূপ কার্য্য।

কবিওলারা গীত ধর্‌বার আগে সুর এচে লয় তাই আমারো সুর এচে নেয়া আবশ্যক; তবে আঁচি—এই এক রাজা ও তার দো সো দুই রাণী ছিল—না এটা চল্‌বেনা এটা পাঠকগণ অনেককাল ঠাকরুণদিদির কাছে শুনেছেন। এ এই বৃন্দাবনে নন্দঘোষের—না না এটাও লাগবেনা ১৯ শতাব্দিতে নিজ সহরের লোকেদের আর কদমতলার পিঁ পাঁ ভাল লাগবে কেন? এএ এই কেরো সহরের কালিফ পাতসা—হাঁ এটা মন্দ নয় কিন্তু রকমফেরতা না হলে জমাট হবে না। এখনকার সময় টা হয়েছে উন্নতির সময় খালি গালগল্প ভাল বলা যায় না, কতক টা ফল কথা চাই অতএব যথার্থ ঘটনার উপর কিছু কিছু ডাল পালা দিয়ে বলাই কর্ত্তব্য। তবে তাই করা যাক কিন্তু কথারম্ভের পূর্ব্বে যা কিছু বলিতে হয় তা বলে দেয়া যাক।

শারিয়ার পাতসা প্রতিরাত্রে এক একটী কামিনীকে বিবাহ করিতেন এবং পরদিন প্রাতে তাহাকে নষ্ট করিতেন এইরূপ করিতে২ একটী কামিনী গল্প বলিয়া আত্ম জীবন রক্ষা করেন ও সেই গল্পাবলির নাম আরব্য উপন্যাস। আমাদের এ গল্পটীর জন্মও প্রায় সেইরূপ হইয়াছে। কালিকাবতী নামে একটী কামিনী বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে এক একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে বহু সমাদর করিতেন কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করত অপর একটী পুত্র গ্রহণ করিতেন। ঘটনাক্রমে বিদ্রুপকর নামক একটী জনকে পোষ্য গ্রহণ করেন ও সে ব্যক্তি প্রাণের দায়ে গল্প বলিয়া কালিকাবতীকে সন্তুষ্টা রাখিতে যত্নবান হয়। যে দুইটী গল্পে দুই মাস কাটাইয়াছে তাহা সকলে জানেন তাহার পরের গল্প থেকেই আমি আরম্ভ করি। বিদ্রুপকরের মাথাও যত দিন আছে তত দিন গল্পটীরও লাগাড় আছে, তাহার মথা গেলেই গল্প শেষ হবে।

আবাস ভূমের পাতসা, নাম কামিনী

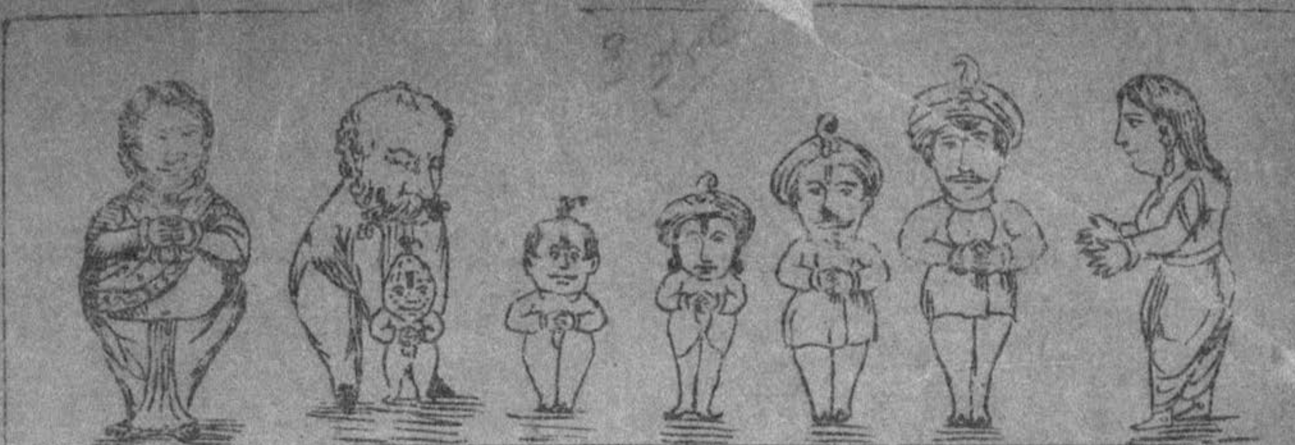


মটেশিলুষ্টীর দল　　　　শিলুটীর দল

"গেম আপ টাগটাগিঙে"



মাদ্রাজে চালান্ পৌঁছিলে মাদ্রাজীরা চালান বুঝিয়া লইতেছেন



গদী প্রার্থীরা হজুরে হাজির হইয়া দণ্ডায়মান হইল
সর্ব্ব ছোটটীর যথার্থ গৈকম্বারী-চিহ্ন—অর্থাৎ "শীভ[illegible]র দাগ"
থাকাতে তাহাকেই গদীয়ান করা সাব্যস্ত হইল
কিন্তু "ইলেজিটিমেট।"



মিডও ষ্টর পিনাজীর প্যারাবিডকে [illegible] বাহির করিলেন তাঁহার নি[illegible]ট পিনাজী বং[illegible] শ্রাদ্ধের জন্য যে নামাবলী ছিল তাহাতেই সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইল।



সেই নামাবলির অবিকল নকল—প্রথমে ইহা, এসিআটিক সোসাইটিতে পাঠান হয়, কিন্তু তাঁহারা কহিলেন তাঁহারা পুরাতন সমস্ত বর্ণে পরিচিত আছেন কিন্তু আধুনিক বর্ণে তত দখল নাই, সুতরাং রোমান অক্ষরে লিখিত পুঁথি পড়িলে বদনাম হইবে; তাঁহারা পড়িলেন না। তৎপরে ষ্টর ও [illegible]ট সাহেব "সাত সমুদ্র তের নদী পার [illegible] [illegible] পড়িলনা" বলিয়া পড়িয়া দিলেন যে শিয়ালী [illegible] পাটরাণীর পুত্র লেখা রহিয়াছে !!!

প্রমাণ—

প্রিয়, বিদ্যা বুদ্ধি ধনজন সম্পন্ন অতি প্রবল প্রতাপ বদান্য এক রাজাছিলেন। বিদ্যা বুদ্ধির কথা কি বলিব বৃহস্পতির বাবা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, অনন্তব্রতে কি কি ফল চাই সব মেয়েদের পুতি দেখে বলতে পাত্তেন, আর ষষ্ঠী মার্কণ্ড পূজাদির দ্রব্যের ফর্দ্দ মুহূর্ত্ত মাত্রে করে দিতেন, অধিক কি অনেক অধ্যাপককে "তুমি কি জান হে?" বলে পরাস্ত কত্তেন। ধনেরও কিছু কমি ছিল না। অন্দর মহলে লাক লিক ভিন্ন মুখ থেকে বেরেতো না। জনের অভাব কি একাস্ত্রীই তাঁর চোদ্দটা ছিল। মহারাজের তুল্য প্রতাপ সম্পন্ন লোক দেখিতে বিরল, অন্দর মহলে বসে রাজা পাতশামেরে সকলকে দ্বারস্থকরে রাখতেন! যে চোদ্দোটী ধূমাবতী তাঁর সহকারিণী ছিলেন তাহাদের কাছে কাহার অস্ত্রধরা চুলোয়যাক বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইত না। রাজার বদান্যতা বিলক্ষণ চোদ্দজন স্ত্রীকে কড়, বালা মল প্রভৃতি দিতে অনেকার্থ ব্যয় করেছিলেন, আর বড় ছেলের বিয়ের সময় নববধুর জন্য আবড়জঙ্গবালা ও জরির গাজের ঘাগরা কত্তে ধনাগারের দ্বার খুলেদেছেলেন। এবম্ভূত কামিনীপ্রিয় পাতসার মনে খেয়াল হইল যে একবার ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ কত্তে যান এবং আয়োজনাদি করিয়া জনদুই ভৃত্য ও তিন জন সমভিব্যাহারী লয়ে যাত্রা করিবার দিন স্থির করিলেন, দিন ক্রমে উপস্থিত হলো যাত্রার সময় বোয়ে যায় পাতসা আর অন্তঃপুর থেকে বেরোন না—একি সামান্য মায়া, অন্তঃপুরের মায়া কে কাটাইতে পারে। পাঠকগণের মধ্যে যিনি যিনি স্থখের শুকপাখি হয়ে সারিকার পানে চেয়ে থাকেন ও বড়াই কোরে থাকেন তারাই বুঝেচেন যে অন্তঃপুর কি মায়া কানন! যাহা হউক অনেক কষ্টে পাতসা বাহিরে এসে যাত্রা কল্লেন। যাবার সময় কাহার মুখ পানে শোকে চাইতে পাল্লেন না। কোথায় যাবেন, কি করবেন, কি হবে এই সকল ভেবেই অস্থির; মেয়ে শশুরবাড়ি যাবার অপেক্ষাও ভয়ানক হয়ে উঠলো এক এক বার মনে হতে লাগলো বুঝি যমের বাড়িই চল্লেন আর ফিরতে হবেনা কিন্তু সেটা কিবল স্নেহের বস্তু বিয়োগ জন্য। পরে রেলঘাটে যাইয়া বাষ্পপোতারোহণ করিলেন এবং পোত গঙ্গা পার হইতে লাগিল। পাতসা আবাসাভিমুখে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—সে সময় পাতসার মূর্ত্তি এরূপ স্থির হইয়াছিল যে দু একজন রসিক কুনোবেরালের মুরোদ ঠাউরে গোবোরের ছাঁচ তুলতে এসেছিল কিন্তু ইত্যবসরে পোত ওপারে উপনীত হইবাতে সহচরগণ পাতসাকে টেনেনে ভূমে ওঠাতেই

সেটা ঘটেনি। পরে বাষ্পযানের এক খণ্ডে সমভিব্যাহারীগণের সহ পাতসা গিয়া বসিলেন। রাজারাজড়ো লোকের একেবারে এত শ্রম বড় ক্লেশকর অতএব একটু বিশ্রাম করুন।

মিরার সংবাদপত্র।

মিরারের বাঙ্গালা অর্থ দর্পণ, তা দর্পণের আকৃতি নিয়ে দর্শকগণের মধ্যে মাঝে মাঝে গোলযোগ হয় সেই জন্য আমরা বলি যে আকৃতি নিয়ে গোলযোগ করার পূর্ব্বে কলাইটা যাতে ভাল হয় তাহারই চেষ্টা করা উচিত আনা হলে প্রতিমূর্ত্তি ভাল পড়ে না। আমরা অগ্রেই বলেছি যে এ দর্পণখানিতে বিপরীত প্রতিবিম্ব পড়ে তানা হলে সম্পাদক আপনার প্রকৃত ছবি দেখতে পাননা কেন? লোকে কথার কথা যে বলে "ঘরে কি আরসি নাই" সে বাক্যটা এস্থলে সঙ্গত দেখা যায় না।

বিদ্যার অনুশীলনা।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তকাদির অতি শল্পতাছিল। এক্ষণে গ্রন্থকর্ত্তা মহাত্মাদিগের সংখ্যা পাঠকের সংখ্যাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। জমা খরচ কি রূপে শেষ হইবে ভাবিয়া পাইনা। শুনিলাম প্রংশসনীয় অশ্লীলতানিবারিণী সভার সভ্যগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছেন যে ইংরাজী সক্ষপীর, ফিলডিং, চশর, বাইরণ, প্রভৃতিকদর্য্য অশ্লীল লেখকগণের গ্রন্থ সকল পোড়াইয়া প্রাগুক্ত জমাখরচির ফাজিল টা ইংরাজী পাঠকগণকে দে পূরণ করবেন। এটা বড় মন্দ কথা নয়।

লেপ্টেনেণ্ট গবরনর এপরেল মাসে বিলাতে যাইতেছেন তাঁহাকে প্রশংসা পত্র কে দিবেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। বোধ করি তাঁহার প্রিয় শখা ডাক্তার স্মিথ এক অসীম প্রসংশাপত্রে নেটিব শিবিলসারভিশ, কাননগুঁই ও গ্রাম্য গুরু মহাশয় দলের নিকট হইতে কৌশলে অনেক সহি লইতেছেন।

কনভোকেশন।

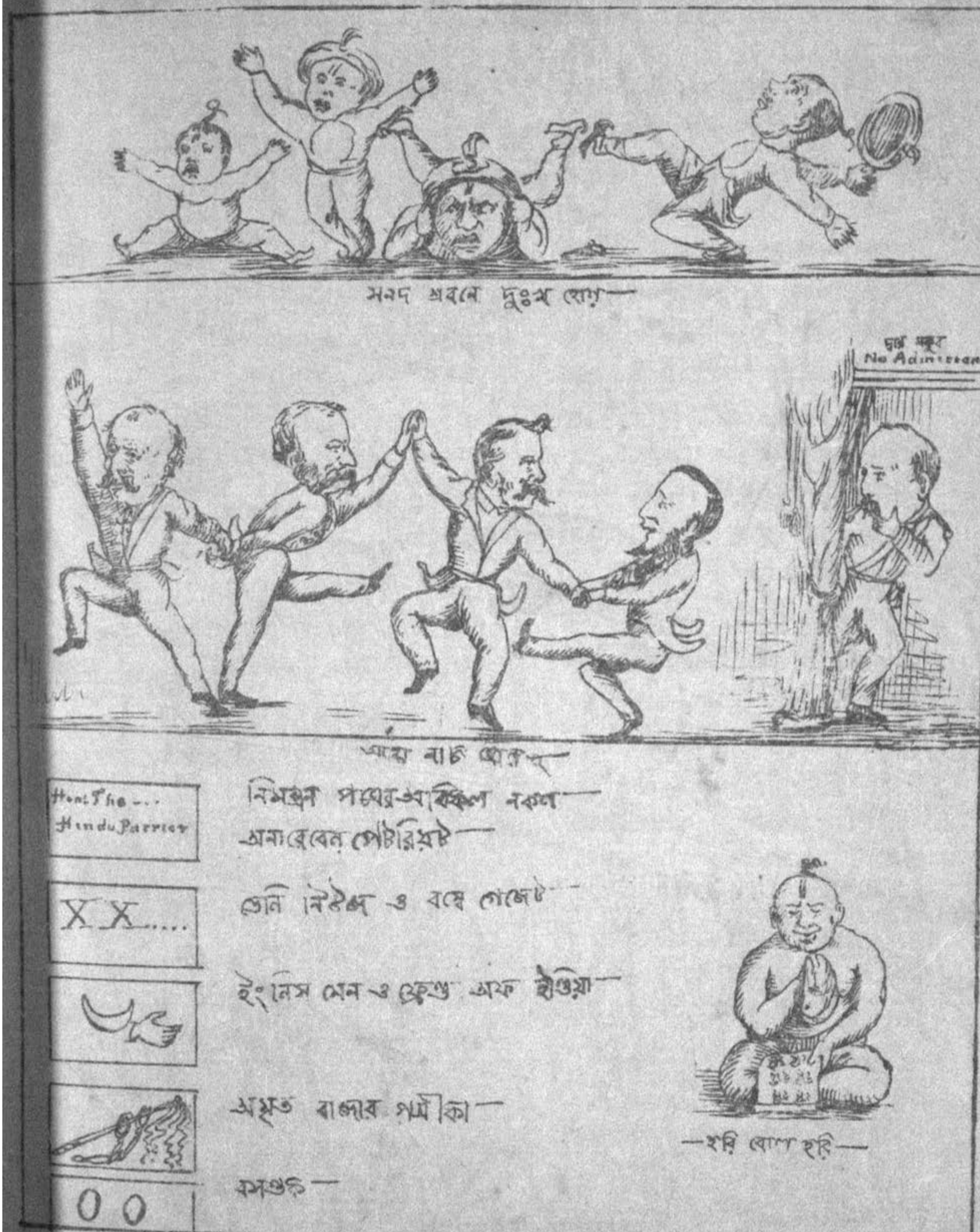
ফেলোরা গুডফেলো হয়ে এক এক কালগাউন পরিধান করিয়া প্রতিবৎসর সেনেট হাউসে কনভোকেসনে উপস্থিত হয়েন ও ভাইসচানসলারকে প্রায় এক ঘণ্টা মন্ত্র পাঠ করত ডিপ্লোমা প্রদান করিতে হয়। যদি একশত নৈবেদ্যে একটা ফুল ফেলিলে উৎসর্গের কার্য্য সম্পন্ন হয় তবে ভাইশচানসেলর কেন পাঁচমিনিটে একার্য্য নির্ব্বাহ না করেন? বৎসর বৎসর প্রায় ৩।৪ শত বালক

কলিকাতায় অশ্লীলতা নিবারিনী সভা হওয়াতে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।



এক্ষনে টুপিওয়ালা বেদেরা অনেক পেন্টুলেন পরা বাঁদরকে এইরূপে নাচাচ্ছে।




সনদ শ্রবনে দুঃস্থ হোয়—
No Admittance
Hon. The ...
Hindu Patriot
নিমন্ত্রণ পত্রের অবিকল নকল—
অনারেবেল পেট্রিয়ট—
X X ....
ডেলি নিউজ ও বম্বে গেজেট—
ইংলিস মেন ও ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া—
অমৃত বাজার পত্রিকা—
0 0
বসন্তক—
—হরি বোল হরি—

ডিপ্লোমা পাইতেছেন সরকারী কায কর্ম্ম সব বন্ধ তবে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" বচনানুসারে এদের কি চাসকত্তে দেওয়া হবে ?

বসন্তকের গূঢ় সংবাদদাতার প্রেরিত।

পাটনার কমিস্তনর সাহেব দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এই পত্র খানি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির নিকট লিখিয়াছেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার বিশেষ সম্বাদ দাতা মুঙ্গের হইতে যে পত্র লিখেন তাহাতে জনরব উঠে যে দুর্ভিক্ষ হইল না, ইহাতে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর কিছু চিন্তাযুক্ত হন ও চিন্তা করিতে করিতে স্বপ্নে দেখেন যে দর ভাঙ্গা, মধুবাণি ও সীতামারিতেও দুর্ভিক্ষ নাই। তিনি তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্পেশেল ট্রেণে এদেশে আসিয়া আমারে যে যে বিষয়ের কৈফিয়েত তলব করেন তাহার জবাব নিম্নে লিখিতেছি।

১ আমি এখানে অন্যূন ২ সহস্র ইংরাজ বহাল করিয়াছি। আমি আরও করিয়াছি যে সমুদয় ভিক্ষোপজিবী ইংরাজ ফিরিঙ্গি মাঝেং লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ও আমাকে বিরক্ত করিত আমি তাহাদিগকে নির্ব্বিশেষ চাকুরি দিয়াছি।

২। দুর্ভিক্ষ হইবে না এ রূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই। আমি এখানে সহস্র সহস্র ইংরাজ কর্ম্মচারী বহাল করিয়াছি তাহার মধ্যে অনেকানেক প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী আছেন। একটী সামান্য ইংরেজের কতটী চাকর বিবেচনা করিয়া দেখুন, এমত অবস্থায় এই সমুদায় কর্ম্মচারীর খানসামা, সরকার, বেহারা, খিদ্মতগার বাবুরচি, ধুবী আয়া, মেথর, পাখাদার, সহিস কোচমান, ঘাস-কাটা সমুদায় এদেশে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে পুর্ব্বে যদিও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ভয় ছিল এখন আর তাহা করিবার প্রয়োজন নাই।

৩। আমারা চাউল আমদানি করিতেছি সুতরাং ব্যবসাদার লোকে আর চাউল আমদানি করিতে সাহস পাইতেছে না। যদি কেহ সাহস পায় তবে তাহারা যে দরে বেচিবে তাহার একসের কম দরে আমরা বেচিলে সে উচ্ছিন্ন যাইবে। বিশেষ সওদাগরের আমদানি করিবারও যো রাখি নাই। দেশের যত গাড়ি সব আমরা লইয়াছি, যত বলদ তাহাও লইয়াছি, তবে একটা নদী ছিল তাহাও রেলের নিমিত্ত বন্দ করা হইয়াছে; সুতরাং দেশের মধ্যে আর বড় একটা চাউল পাইবার যো নাই। অতএব দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ভয় করিবার কোন কারণ নাই।

৪। রিলিফ দেওয়া সম্বন্ধে গবর্ণ-

মেণ্ট যে রিপোর্ট চাহিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি বলি যে রিলিফ খুব দেওয়া হইতেছে। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন ও পিপাসাতুরকে পাণীয় খুব দেওয়া হইতেছে। তবে এদেশীয় গণকে অদ্যাপী সুন্দর রূপে রিলিফ দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার বিশেষ কারণ আছে। হঠাৎ রিলিফ দিতে আরম্ভ করিলে শেষ পারিয়া উঠা ভার হইবে, কারণ এ দেশের লোকসংখ্যা অনেক। অতএব আমরা সাব্যস্ত করিয়াছি যে কিছু লোক সংখ্যা কমিয়া গেলে রিলিফ দিতে আরম্ভ করা যাইবে। তবে ইংরাজগণকে বেশ রিলিফ দেওয়া হইতেছে। যাঁহারা পরিশ্রান্ত তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইতেছে, যাহারা ক্ষুধিত তাহাদিগকে অন্ন দেওয়া হইতেছে; আর যাহারা পিপাসাতুর—তাহাদিগের যেরূপ লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর দরভাঙ্গার রাস্তায় যে সমুদায় কর্ম্মচারীগণকে সুখে শয়নে দেখিয়াছেন তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন। রিলিফ দেওয়া সম্বন্ধে কোন ত্রুটী হইবে না আমি এ সম্বন্ধে সকলকে শুধু মুখে উপদেশ দেই না, রিলিফ কি রূপে দিতে হয় তাহা স্বহস্তে দেখাইয়া দিয়া থাকি ও এই নিমিত্ত আমি আপনাকে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে প্রত্যহ তিন চারিবার রিলিফ দেই।

৫। এখানে ২০০ ইনস্পেক্টর, ৫০০ সব্ ওভরসিয়ার ২০০০ ক্লার্ক প্রভৃতি নিযুক্ত হয় এরূপ হুজুরের আদেশ ও আমার ইচ্ছা যে এ কর্ম্মে বাঙ্গালিগণকে নিযুক্ত করা না হয়। আমি সেই নিমিত্ত যত পাইয়াছি তত ইংরাজকে কর্ম্মে বহাল করিয়াছি। আমি তাহাতে পারগতা সম্বন্ধে লক্ষ্যও করি নাই। কেবল মাত্র বর্ণ দেখিয়া কাজ দিয়াছি, কিন্তু তবু অনেক গুলি কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, আর ইংরাজ পাওয়া যায় নাই। এখন উপায় ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। ভাল কথা, বাঙ্গলা দেশে যে মুছলমান জন্মে সেও কি বাঙ্গালি; বাঙ্গালি যে বিলাতে যায় সেও কি বাঙ্গালি; বাঙ্গালি যে খ্রীষ্টিয়ান কি ব্রাহ্ম হয় সেও কি বাঙ্গালি? এ বিষয় আসিয়াটীক সোসাইটীকে অনুসন্ধান করিতে বলিবেন।

রিলিফ কার্য্যের নিমিত্ত ঘাস ছুলিতে দেওয়া অন্যায় হইয়াছে কারণ এ ঘাস এখন খায়কে? দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকে পাছে তাহাদের এই ঘাস খাইতে হয় এই ভয়ে এক প্রকার বিদ্রোহি হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আগে থাকিতে বলিতেছে যে তাহারা ঘাস খাইতে পারিবে না। এখন চাউলের সঙ্গে কিছু কিছু ঘাস না খাইলে আমরা পারিয়া উঠিব কি রূপে বাস? অতি

উত্তম সামগ্রী, দেখিতে দিব্য সুশ্রী, আর উহাতে বিষাক্ত দ্রব্যের লেস মাত্র নাই অথচ বিস্তর সার পদার্থও আছে। মহিষ, কি হরিণ, ঘোটক, গর্দ্দভ ইহার প্রমাণ। আমার বোধ হয় আমরা পথ দেখাইতে পারিলে ইহারা ঘাস খাইতে স্বীকার করিতে পারে আমার অংশ আমি খাইতে প্রস্তুত আছি,এখন সকলে ভাগ যোগ করিয়া খাইলে অনায়াশে ঘাসের রাশি কমিয়া যাইবে ও এ দেশের লোকে উহা খাইতে আরম্ভ করিতে পারে। এখন ক্যাম্বেল সাহেব ও টেম্পল সাহেবের মত কি তাহা লিখিবেন, তাঁহাদের সকল বিষয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিত।

দুর্ভিক্ষ্য।

পুরাণে কথিত আছে যে এক মুনির সম্মুখে হটাৎ একটী সফরী প্রকাশ পায় ও ক্রমে তাহার আকার বৃদ্ধিকরিয়া পৃথিবীকে জলে পূর্ণ করে। সেইরূপ ফেমিনের উদর কত বড় তাহা আমরা এখনো জানিতে পারি নাই, জর্জ স্মিথ জ্ঞানদূরবীক্ষণদ্বারা ইহার বিরাটাকার দেখিতেছেন কিন্তু ইংলিসম্যান ও অমৃতবাজার বামন আকার দেখেন। পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিবাদ এখন শ্রাদ্ধটা না গড়ালে বাঁচি।

প্রকৃত উত্তর।

জগদানন্দ সেট কলিকাতার প্রথমাবস্থার একজন ধনাঢ্যছিলেন এবং সে কেলে ধরণের সুপ্রশস্ত চণ্ডিমণ্ডপ ও প্রাঙ্গন রাখিয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন। বাটীর ঘরগুলি অধিক কিন্তু ছোট ছোট তাঁহার প্রপৌত্র এখনকার ইংরাজি বিদ্যালয়ে পড়িয়া লেখা পড়া হোক নাহোক, ইংরাজী মেজাজটা পেয়েছেন। বিদ্যা বুদ্ধি তত অধিক না থাকাতে চাকরি করিয়া অর্থ আনিতে অক্ষম। মনটা কিন্তু ইংরাজি ধরণের হওয়াতে ইচ্ছা করেন যে বাড়ীটা ভেঙ্গে নিউ ফ্যাসানে বড় বড় হলওলা বাটী হয়। করেন কি নিজের অর্থ আনিবার শক্তি নাই আর প্রপিতামহের সঞ্চিত ধনও প্রায় শেষ হয়েছে। না পূরালে ঘড়ার জল ঢালতেই২ যায়। এই মনঃ কষ্টেই আছেন একদিন কএকজন বন্ধু আসাতে বৈঠকখানা ঘরটীতে কিছু বসিবার কষ্ট হয় প্রপৌত্র বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "সেকেলে লোকগুলি কি ষ্টুপিড ছিল বড় বড় দালান আর উঠন কোরে মিছে কতকটা জায়গা নষ্ট কোরেছে কি হবে তার সাকিমনেই। আর ঘরগুনো সোর কুটুরী কোরে গেছে।" এই সময়ে তাঁহার বৃদ্ধ খুড়া সেইখানদে যেতে যেতে কথাটী শুনতে পেয়ে বোললেন বাবুহে

দাদা মহাশয় জেনেছিলেন যে তাঁর বংশে তোমাদের মত কতকগুলি সোরই হবে"।

অদালত।

বসন্তক ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া অদ্য আদালত দর্শনে গমন করিয়াছেন, হেতায় ব্রাহ্মণী আহার আদি প্রস্তুত রাখিয়া ক্ষুধাতুরা বাঘিনীর ন্যায় প্রাণ বলদের আশাপথ নিরীক্ষণ করিতেছেন। (যদি ক্ষুধাতুরা বাঘিনী প্রয়োগ কেহ অলঙ্কার দোষ বলেন তবে তৃষিত চাতকিনীটাও তুশ্য) দূরে যে কোন বস্তুই দ্যাখেন অমনি ভাবেন বুঝি নাথ আগত কিন্তু মনের ভ্রান্তি, যেটিকে নাথ বোধে একাগ্রচিত্তে অবলোকন করিতেছিলেন ক্রমে নিকটে আসিতে দেখিলেন যে এক খানি পাটের গাঁট পূরিত গরুর গাড়ি, মনোদুখে আরও অস্থির হইলেন পুনরায় বোধ হইল যে এবার সত্যই নাথ আগত কিন্তু পুনরায় তদপেক্ষা হতোদ্যম, দেখেন যে ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর ক্রুহ্যাম, গাড়ি, নাথ নয়। এবার হতাশ হইয়া মনোদুখে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া ভাবিলেন যে আর এরূপ দেখিব না যখন হয় অবশ্যই আসিবেন; কিন্তু পোড়া নয়ন তাঁহার অজ্ঞাতে পুনরায় রাজ পথ দর্শন করিতেছে। এবার সত্য বসন্তক আসিতেছেন; কিন্তু বিশ্বাস নাই পাছে পুনরায় হতোদ্যম হন। ক্রমে স্পষ্ট প্রতীয় মান হইল যে সত্যই নাথ আগত, অমনি নয়ন যুগল স্ফূরিত, শরীর লোমাঞ্চিত ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্য, আর পূর্ব্ব রূপের কিছু মাত্র চিহ্ন নাই, আহা! মনে আর শরীরে কি মিল যেন সাহেবদের বিবাহ আর ডাই ভোর্শ।

বাসন্তিকা ব্যগ্র হইয়া কহিলেন "দেখ দেখি কোন সকালে ছুটো ভাত নাকে মুখে গুঁজে গিয়েছ এতো দেরি কোরে আস্তে হয়? ঘ্যাও মুখ হাত ধোও, আগে জল টল খাও, তবে সে মামলার কি হোলো?"

ব—আঃ তুলকালাম একেবারে মামলা সঙ্গীন।

বা—(আগ্রহতা সহ) কি রকম? কি রকম?

ব—আঃ তা আর বোলবো কি? ঢুক্তে কি পারি? একে নিজে একটু দোহারা তাতে কাল কাল আং রাখা গায়ে জেন হামদো ২ জোম দূত সব ব্যাড়াচ্ছে আর সেই ও গুলোর জ্বালায় কি পা ফ্যালবার যো আছে, কত কষ্টে শ্রেষ্ঠে একবর্গা ঘুড়িরমতন লাট খেতে খেতে গিয়েতো ঘরের ভেতোর পোড়লুম, পোড়ে দেখি যে ত্যালারাম পোকা পা ছিরকুটে সাম্নে পোড়ে আছেন, আর গবরমেণ্টের উকিল বয়ান কোর্চে।



বস—সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ গঙ্গার মানুষমারা কলটায় গণ্ড।
কুড়ি মানুষ ইঁদুরের মত পোড়েচে !
বস—নাগো না ওটা পোল হচ্ছিলো দুর্ভিক্ষে পাছে অনেক
কাঙ্গাল এসে সহর গলিজ করে তাই ভেঙ্গেদেয়া হলো

বা— কি বয়ান কোর্লেন ?

ব—বোল্লেন "হজুর, ধর্ম্ম অবতার, খোদাবন্দ, অনেক গরীবের মা বাপ, এরূপ নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ও ভয়ানক খুন আমরা কখন দেখি নাই ও শুনিবও না। আর বোধ হয় আপনিও ঐ ঐ। হজুর এ জগতে এমন কে আছে যাহার এরূপ অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা দর্শনে চক্ষে জল না আসে ?" এই বলিয়া ভেউ ভেউ কোরে (বিলাতী বুল্‌ডগের ডাকের মত) কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম বুঝি গোঁদোল পাড়ায় বা যেতে হয়।

বা—তার পর কি হোলো ?

ব—তার পর উকিল তাঁর প্রধান শাক্ষিকে তুললেন্। বিচারকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন—"তুমি ত্যালারাম পোকার ক্ষুণের কি জান ?"

শা—ধর্ম্মাবতার! আমি ক্রুয়েলটীটু অ্যানিমেল নিবারিণী সভার একজন সভ্য।

বিচা—আমি ও কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, এ ক্ষুণের তুমি কি জান ?

শা—হজুর ; আমাদের সভা হইতে ম্যাড়া লড়াই, বুলবুলী লড়াই, মণিয়া লড়াই, প্রভৃতি নানাবিধ মহা মহা নিষ্ঠুরতা ও গরুর ন্যাজমলা আদি নিষ্ঠুরতা সকল রহিত হইয়াছে।

বিচা—তোমার সভার বিচার শুন্তে চাইনি এ ক্ষুণের বিষয় তুমি যা জান বল?

শা—মাইলর্ড! এরূপ নিষ্ঠুরতা আমাদিগের সভার নিতান্ত বিপরীত ; লৌহ নির্ম্মিত পীনে অর্থাৎ শূলেতে ত্যালারামপোকাকে বিদ্ধ করাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, তার আর সন্দেহ নাই, অতএব আশামী বা খুনীকে ঐরূপ শূলে দিতে অনুমতি হয়। উহাকে এক্ষনি ফাঁসী দেয়া কর্ত্তব্য, এমন ভয়ানক নিষ্ঠুর লোককে জনসমাজে থাকিতে দেয়া কোনমতে বিধেয় নহে।

বিচা ? তোমার সাক্ষ্য হইয়াছে।

এক্ষণে দ্বিতীয় সাক্ষ্যকে আনায়ন

দ্বিতীয় সাক্ষ্য উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমার নাম উডফোর্ড সাহেব ; আমি সরকারি খুন পরিক্ষক ; আমার মাসিক মাহিনা ৩০০ টাকা, আমি এ মুদ্দরকে একজামিন করিয়াছি ; মৃত্যুর কারণ একটী তীক্ষ্ন শলাকা কিম্বা আর কোন কঠিন বস্তু ইহার শরীরের এফোড় ওফোড় হইয়াছিল। সাক্ষ্য যে পিনটী দেখাইলেন ইহাতে এই প্রকার খত হইতেছে।"

বিপক্ষ উকিল ক্রশ একজামিনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার পাকস্তলী পরিক্ষা করা হইয়াছিল ?"

সাক্ষ উত্তর—হাঁঃ তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ চিনি, কিঞ্চিৎ পনির আর কিঞ্চিৎ কাঠের গুড়া—

উকীল—কাষ্ঠের গুড়ার সঙ্গে কোন রংছিল ?

সা—একটু একটু ছিল।

উ—আচ্ছা রংখাইলে ত্যালারাম পোকার মৃত্যু হইতে পারে কি না?

সা—এ কথা আমি সঠিক বলিতে সক্ষম নহি, এ সকল কথা আমাদের পেঁতেয় নাই।

এমত সময় দেখা গেল যে প্রথম সাথ্য ফুঁপাইয়া কান্দিতে তাঁহার সম্মুখের বোতাম ছিড়িয়া গেছে, তিনি কথিত পিনটি আত্মশাত করিয়া শর্ট আটকাইতেছেন; এতৎদর্শনে বিচারপতি কহিলেন, "ওকি ও পিন রাখ ও এক্ষণে কুইনের সম্পত্তি, যে কোন দ্রব্যের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে খুন করা হয় সে সব দ্রব কুইনের।"

প্রথম সাথ্য থতমত খাইয়া পিনটি হস্তে চাপিয়া কহিলেন "ধর্ম্ম অবতার বোতাম বোতাম।"

মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল, ঠ্যালা ঠেলিতে অমি বাহিরে আসিয়া পড়িলাম আর ঢুকিতে পারিলাম না।

বাসন্তিকা তার পরে শেষটা কি হোল।

বস হো হো কোরে মিছিল ভেঙ্গে সকলে বেরিয়ে পোড়লো, আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম কি হোল। কেউ বোল্লে ফাঁসি গিয়া কেউ বোল্লে শূলে গিয়া। তা ত্যালারামপোকার হোল, না আসামির হোল না কৈরাদির হোল ঠিক কোত্তে পাল্লেম না।

বাসন্তিকা, তবেই তো।

বসন্তক—তবেই তো আর কি, ওর মধ্যে যে ফাসির উপযুক্ত তারই হোয়েছে। তবে দেখ বাসন্তিকে তুমি ঘরের দ্বারে বোসে মুসারির ছার পোকা মের না, আর রাত্রে প্রদীপ লইয়া চ্যাক চ্যাক কোরে মুসারির মোসা মের না। তোমায় সে খুনের দায়ে—দায়ী কোরে ধোরে নেগেলে আমি আব বাঁচবো না। উকীল কৌশিলির টাকাও যোগাইতে পারবো না কেবল গ্যাসভরা রবারের বলের মত ভেবে দমসম হয়ে পেটফুলে মোরে যাব।

মিরার সম্পাদক বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্টগবর্ণরকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করার প্রস্তাব করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় এই প্রস্তাবিত অভিনন্দন পত্রের একখণ্ড প্রতিলিপি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন আমরা তাহার অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"প্রভু আপনি বঙ্গদেশ আঁধার করিয়া চলিলেন আমাদের পিতা নাই মাতা নাই ভ্রাতা নাই, বাটি নাই ঘর নাই ধন সম্পত্তি কিছুই নাই; আমাদের ন্যায় লক্ষ্মীছাড়া ত্রিজগতে আর কেহ নাই কিন্তু তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব; তুমি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিলে, আমরা আজ পিতৃহীন হইলাম। আমরা

প্রাণপনে তোমাকে এপর্য্যন্ত উপাসনা করিয়াছি। কিছুই লক্ষ্য করি নাই। ইহাতে আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা করিয়াছি, দেশের অনিষ্ট করিতে হয় তাহাও করিয়াছি ইহাতে অন্যায় বলিতে সঙ্কুচিতও হই নাই, তুমি যখন দেশের কোন সর্ব্বনাশ করিয়াছ আর দেশের লোকে ক্রন্দন করিয়াছে আমরা তখন উল্লাস করিয়াছি। আমাদের আশা ছিল আপনি এখানে পাঁচ বৎসর থাকিবেন তাহার পর গবর্ণরজেনারেল হইবেন। আমরা আপনার প্রসাদে প্রতি পালিত হইব কিন্তু বিধাতা বৈমুখ হইলেন। আপনি যে দুই হাজার টাকাদেন, তাহাতে আমাদের অতি কষ্টে চলে, যাওয়ার পূর্ব্বে আর কিছু আজ্ঞা হয়।

প্রভু আপনি উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত যত্নকরিয়া দেশের বিশেষ মঙ্গল করেন। আজকাল উচ্চ শিক্ষা দ্বারা দেশের বিশেষ অমঙ্গল হইতেছে তাহারা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া আর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করে না ও তাহারা বিদ্যান হইয়াছে ভাবিয়া অমাদের মহা প্রভুর উপদেশ পান করে না। তাহার আজ্ঞাধীন থাকে না। দুঃখের কথা বলিব কি, ইহারা এণ্টেন্স ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়া ব্রাহ্ম থাকে কিন্তু ইহার উপর তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত না! আমরা বৎসর বৎসর ইহার বিষময় ফল দেখিতেছি। কারণ যাহারা বৎসর পূর্ব্বে পৈতে ফেলিয়া মহাপ্রভুর নিতান্ত অনুগত হইয়াছে তাহারা আবার বিএ পাস করিয়াই পৈতে গ্রহণ করিতেছে এবং হিন্দু হইতেছে। উচ্চ শিক্ষায় দেশের সর্ব্বনাশ করিল অতএব ইহা যিনি উঠাইয়া দেন তিনি দেশের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী।

সেবার ইংলণ্ডে ১০ জন মনুষ্য গুরুতর অপরাধে রাজবিচারে প্রেরিত হয়। সুবিচার হইলে তাহাদের সকলের প্রাণ দণ্ড হইত কিন্তু সর্ব্বত্রই এখন বিচার বিষয়ে লোকে শৈথল্যতা দেখাইতেছে, এদশ জনের মধ্যে কেবল ৫ জনের প্রাণ দণ্ড হয় আর কয়েক জন খালাশ পায়। আমরা যে দিন অবধি ইহা দেখি সেই দিন অবধি মনের দুঃখে শুখাইয়া যাই আমরা মিরার পত্রিকায় ইহার নিমিত্ত ক্ষোভ করিয়াছি। পাপে পৃথিবী ভারাক্রান্ত, যত পাপির বিনাশ হয় তত আমরা যে কয়েক জন সাধু আছি নিশ্চিন্তে বাস করিতে পারি। আপনি জগতের বন্ধু, আপনি নূতন ফৌজদারি আইনের পোষকতা করিয়া, জেলে কঠোর নিয়ম সমুদয় প্রচার করিয়া দেশের কি মঙ্গল করিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। যে দিন আপনি এই আইন ও নিয়ম প্রচলিত ক-

রেন সেই অবধি আমরা আবার নিদ্রা যাইতেছি, আবার আমরা সুখ সচ্ছন্দতা জানিতেছি।

আপনি রোড সেস বসাইয়া দেশের কত মঙ্গল করিয়াছেন তাহা অ মরা বলিতে পারি না, দেশে রাস্তা ঘাটের ভারি প্রয়োজন আমাদের মিশেনারীরা পথ অভাবে ভারি কষ্ট পান। ইহাতে দরিদ্র প্রজারা ভারি প্রলোভিত হইবে কিন্তু কষ্ট সহ্য না করিলে আত্মার উন্নতি হয় না। তবে প্রভু আপনি চলিলেন। আপনি সার রিচার্ডটেম্পেলকে একটু আমাদিগের নিমিত্ত লিখিয়া যাইবেন। আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে একটু গালা গালি দিয়াছি তাহাতে তিনি হয় তো রাগ করিয়াছেন। হা অদৃষ্ট! আগে কি জানি যে টেম্পল সাহেব আমাদের কর্ত্তা হইবেন, তাহা হইলে কি আর তাঁহাকে এত গালি দেই! ফল যা হবার তা হইয়াছে এমন কর্ম্ম আর হইবে না। এখন পূর্ব্বকার অপরাধের নিমিত্ত ঘোর অনুতাপ করিতেছি। আত্মা দগ্ধ হইতেছে। এমন কর্ম্ম আর হইবে না। ইন্‌কম্ ট্যাক্স অতি উত্তম জিনিস তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। আপনি তাঁহাকে আমাদিগের হইয়ে ছুটী কথা বলিয়া যাইবেন।"

পত্রপ্রেরকগণের প্রতি।

আমাদের এক জন পাঠক চিত্রগুলির মূর্ত্তির শরীরের পক্ষে মাথা বড় দেখে লিখেছেন যে সেরূপ করায় ফল কি? মাথা বড় হলেই কি হাস্যরস গড়িয়ে পড়ে? আমরা তদুত্তরেই বল্‌চি যে পত্র প্রেরক মাথা বড় দেখে চট্‌বেন না এর একটু কারণ আছে। যেমন শ্রীপঞ্চমির সময় সাধারণ লোকে বোলে থাকে "যদি বাঙ্গালী না থাক্‌তো এ দেশে তবে তিলখাজা গুড় শুঁটিকড়াই কোথায় খেতে পেতে" সেই রকম আমরাও বলি "যদি হেঁড়ে মাথা ছেড়ে দিয়ে ছবি লিখতে যাই। তবে যশুরে কৈমাছের মত চিন্‌বে কিসে ভাই।"

বিজ্ঞাপন।

আজকাল যে দুর্ভিক্ষ্যের হাঙ্গাম পড়েছে এতে আপনার পেট্‌চালানই ভার তাতে আবার বিদেশীয় মহাত্মাদিগকে ডাকের খরচ যোগাইতে হইলে তো আমার এ পেটটি ঝরে যায়। তাঁহারা কিছুই খুলিয়া লেখেন নাই, যদি লিখিতেন যে একখণ্ড পাঠাইলে ইচ্ছা হয় লইবেন নচেৎ ঐ খণ্ডের মুল্য পাঠাইবেন তবে আমরা অপ্যায়িত বোধে দাঁতে কুটো কোরে পৌঁছে দিতাম। কিন্তু লাগে তাক না লাগে তুক্কো ধরণের চিঠী পেয়ে পত্র পাঠাইতে গেলে গরিব ব্রাহ্মণ মারা যায়।

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।



১২৮০ সালের জমিদারি নিকেশ।—

জমা—এদুর্ভিক্ষে আমরাতো এক পয়স দিতে পারিবনা।—

খরচ—সরকারতো এক পয়সা ছাড়িতে পারিবেননা।—

কৈফিয়ত।—তবে আমি কি করি।—

Registered No. 10



বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীহ্ন হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাক্তকণ্ঠং॥

চতুর্থ সংখ্যা।

ডাকমাশুল সমেত বাংসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

শালতামামী।

পাঠকগণ ১২৮০ সালের বিজয়া গাইয়েদের মধ্যে আমিই শেষ পড়েছি, তা ভাঙ্গা মজলিস বলে অবজ্ঞা কোরবেন না। বুড়োশিবের গাজন তলার ফিরতি ঢাকি গুলো নিয়ে আড়াই কাটির বাদ্যির সঙ্গে ১২৮০ সালে শ্রাদ্ধে মেতেছিলেম, তাই ভাঙ্গা রাসে এসে পড়েছি। যাহোক শ্রাদ্ধটার ঘটা ভারি, কাল-নদী-তীরে সাম্বৎসরিক ঘটনা বলিরূপ যে বৃষকাষ্ঠটী পোঁতা হয়েছে তা আর জাবার নয়, ১০০০ বৎসর পরের লোকও সেটী দেখে আঁত্‌কে পড়বেন। এ শ্রাদ্ধে অতিশীত, অনাবৃষ্টি, প্রভৃতি অধ্যাপকগণ বিশিষ্ট আদরে কুলোর বাতাসে বিদায় করা হয়েছেন; কেবল অতি-গ্রীষ্ম বিদ্যানিধি ও অন্নকষ্ট ন্যায়লঙ্কারের চুলোচুলি তর্কে বোধ হয় শ্রাদ্ধটা আরও মাসচার পাঁচ গড়িয়ে চল্লো। এ সালের শ্রাদ্ধোপলক্ষে বেহারাদি অঞ্চলে যে ফলারের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার যে ফল কি হবে তা বর্ত্তমান বড়কর্ত্তা এখনো বোঝেননি, কিন্তু ছোটকর্ত্তা কতকটা বুঝে অনেক চেঁচাচেঁচি করেছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁর কথা কেউ শুন্‌লে না তখন শাস্ত্রের সম্মত বিধান লয়ে অপটুতা ওজোরে সট্‌কালেন। এফলারটা বড়, যে সে রকম নয়, সারা ভারতবর্ষকে এর জন্য রক্ত আমাশয় ভোগ কত্তে হবে। যাহোক আমি যে পেট ভরে খাইনে এই ঢের। যে ফলারে এর মধ্যেই ত্রেজরীমিয়ার উদ্বমনে পেট

খালি হয়ে পড়েছে, তার শেষটা কি হবে কে বল্‌তে পারে ?

এখন সালটার ঘটনার কিছু গাও-য়াযাক—সালটা এক রকম !—কেউ বলে ভাল কেউ বলে মন্দ কিন্তু কার কথা শুনবো স্থির কর্ত্তে পারিনি, কেন না এসালে "কারুর সর্ব্বনাশ কারুর পোষ মাস" ঘটেছে। অতএব মতামত কিছু প্রকাশ না করে আমি ঘটনাবলি গেয়ে যাই পাঠকগণ যেটি যে ভাবে লন লই-বেন। ১ বঙ্গীয় কবি-রাজের আসন মাই-কেল মধুসূদন দত্তের মরণে শূন্য হও-য়াতে আধুনিক বিধাতা বঙ্গ দর্শন তা-হাতে হেমচন্দ্রকে অভিষিক্ত কোরে-ছেন। ২ রায় দীনবন্ধু মিত্রের পরলোক গমনে দুই চার জন ধামাধরা বিদ্যামোদী তাঁর নাটক গুলিকে পোড়াবার লায়েক বোলে বেড়াচ্ছেন ও বঙ্গরঙ্গভূমি হস্তি প-ঞ্চাননের নাটকাভিনয়ে রগরগে হয়েছে। ৩ নূতন ফৌজদারী আইন গুণে মাজি-স্ট্রেট্‌গণ চতুর্ভুজ হয়ে "হা মা কা" (হা-তে মাতা কাটা) হুকুম জারী কোরে-ছেন। ৪ অনাবৃষ্টি বশতঃ অজন্মা হও-য়াতে গরিব প্রজাদের পক্ষে ১২৮০ সাল চৌকর শাল কাষ্ঠের কার্য্য করিয়াছে ও কতকগুলি কন্‌ট্রাক্‌টরের পক্ষে কাশ্মীরী শালের যোড়া হয়েছে। ৫ ইংরাজ ও আসান্টীগণের সহিত সংগ্রামে ক্যাচা ও বন্দুকের মধ্যে কাহার শক্তি অধিক তাহা সপ্রমাণিত হয়েছে। ৬ অশ্লীলতা-নিবারিণী সভার সংস্থাপন হয়ে অশ্ব, গর্দ্দভ, ছাগল চড়াই পক্ষি প্রভৃতি বে-য়াদবী করণে নিবৃত্ত হয়েছে। ৭ বন্ধ্যা বধূ সকলের পুত্রোৎপাদনার্থ হিন্দু ধর্ম্মা-নুসারে নানাভোগে প্রতিপালিত পবিত্র-স্বভাব ধার্ম্মিকবর রাজা মাধবচন্দ্র গিরী নাম তারকেশ্বরের মোহন্তকে বিনাপ-রাধে পুরাতন বদমাইস বোলে ৩ বৎস-রের জন্য কারারুদ্ধ ও ঘানি টানানর হুকুম হইয়াছে ও তাঁর বাবা তারকেশ্বর রাঙ্গামুখ ইংরাজ দেখে ভয়ে চুপ কোরে আছেন। ৮শোভাবাজারের রাজা কালী-কৃষ্ণ বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙ্গীয় সমাজ-মন্দিরের মাঝের চূড়া ভেঙ্গেছে, সনা-তন-ধর্ম্মরক্ষণী সভার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া কাণাজন—ধর্ম্মরক্ষণী নাম দিবার জন্য ঘোষজা কল্পনা করেছেন, মিটমাট প্রিয় বাঙ্গালীগণ ভেবে অস্থির হয়েছেন, যে মৃত রাজার অবর্ত্তমানে ইংরাজ ও বাঙ্গালীগণের মধ্যস্থতা কে করিবে ; আর ডেলিনিউস সম্পাদক এই চি-ন্তায় কেঁদে আকুল হয়েছেন, যে তাঁর পত্রে আর "শ্লোকাস" উল্লেখ হইবে না। ৯ ক্যাম্বেল সাহেব বিদায়কালে গ্রাম্য পাঠশালা, নেটিভ সিভিল সর-ভিস প্রভৃতি কুপোষ্য গুলির জন্য কেঁদে চক্ষু হারায়েছেন। ১০ মিউনিসিপাল কমিসনরদের সহিত ধর্ম্মতলার বাজার

লয়ে বিবাদ হওয়াতে কসাই প্রভৃতি অনেক ফড়ে টাকা দাদন নে "পরের ধনে পোদ্দারি নাট" দেখায়েছে। ১১ নূতন লেপ্টনন্ট গবর্ণর বাঙ্গালীদের প্রতি স্নেহ দ্বার খুলে দেছেন। ১২ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বৃদ্ধ পিতামহ রাম বাবু (যিনি এত দিন ভীষ্মদেবের ন্যায় ছাত্রদের অভিসম্পাত শরশয্যায় শয়নে ছিলেন) মানবলীলা সম্বরণ করাতে বড় মানুষের ছেলে গুলো বলছে "যাক আপদ গেছে" কিন্তু তাহাদের মুরুব্বিগণ দুঃখিত হইয়া ভাবিতেছেন যে কে আর ছেলে পুলে গুলিকে দরদ নিয়ে বিদ্যামোদী করবে। ১৩ নীলের উপোষের দিন ব্রাহ্মিকাগণ সংদেখবেন বোলে অশ্লীলতা-নিবারিণী সভা হইতে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো যাতে কোন বেয়াদবী সং নাবেরোয় ইহাতে কাঁসারীগণ সকল সং না বারকত্তে পারায় অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়াছিল এবং আটকৌড়ের কুলোপেটবার সময় ছেলের মামার উপর যে পালা গাওয়া হয় নিরবচ্ছিন্ন সেই পালা উক্ত সভার সভ্যগণের উপর গেয়েছিল। যাহোক ৮০ বৎসরের পুরাণা গাহইয়া দেশলাই ওয়ালা মুক্তার কণ্ঠা গলায়দে যদি বাইজীদের কারবা নাচকে ঝকমারতে না পাত্তো তাহোলে কাঁসারি পাড়ায় দহ পড়ে যেতো; আর রবি খাই বোলে লম্ফমান পবনপুত্রও হনু ভেঙ্গে পোড়তোনা। ১৪পাকাবয়সে নববিবাহকৃত অল্পবয়স্কা যুবতীর কথা এড়াতে না পেরে সার বারনিস পিকক যে অসতীর ধনাধিকারের হুকুম দে গেছেন তাতে আমাদের চতুর্থ পক্ষের সংসারগ্রাহী খোকা গুলির আক্কেল গুড়ুম হয়েছে॥

এক ঠিকে গাড়িতে এক কেরানি যাইতেছে, এমন সময় কাঁসারিদের সং আসিয়া পড়াতে গাড়ি থামাইয়া রাখিতে হইল। তাঁহার দূরের দ্রব্য সহজে দৃষ্টিগোচর হইত না বলিয়া তিনি তামাসা দেখিবার নিমিত্ত চশমা দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ গাড়িতে অপর তিন জনের মধ্যে এক জন পথের ধারে বারান্দায় দণ্ডায়মানা বারাঙ্গনাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বল্পদৃষ্টি ব্যক্তির কথায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, তিনি তাহার নিজের ন্যায় বেল্লিক সম্প্রদায় ভুক্ত নহেন। এই জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অথবা শ্লেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আপনি কি ব্রাহ্মদৈত্য না সন্যাসাশ্রমী।" তাহাতে ঐ ব্যক্তি উত্তর করিলেন "আমি কোন সম্প্রদায় ভুক্ত নহি; 'মাতৃবৎ পরদারেষু' এ বচনও যেমন 'পাপমনে পরস্ত্রীকে দর্শন

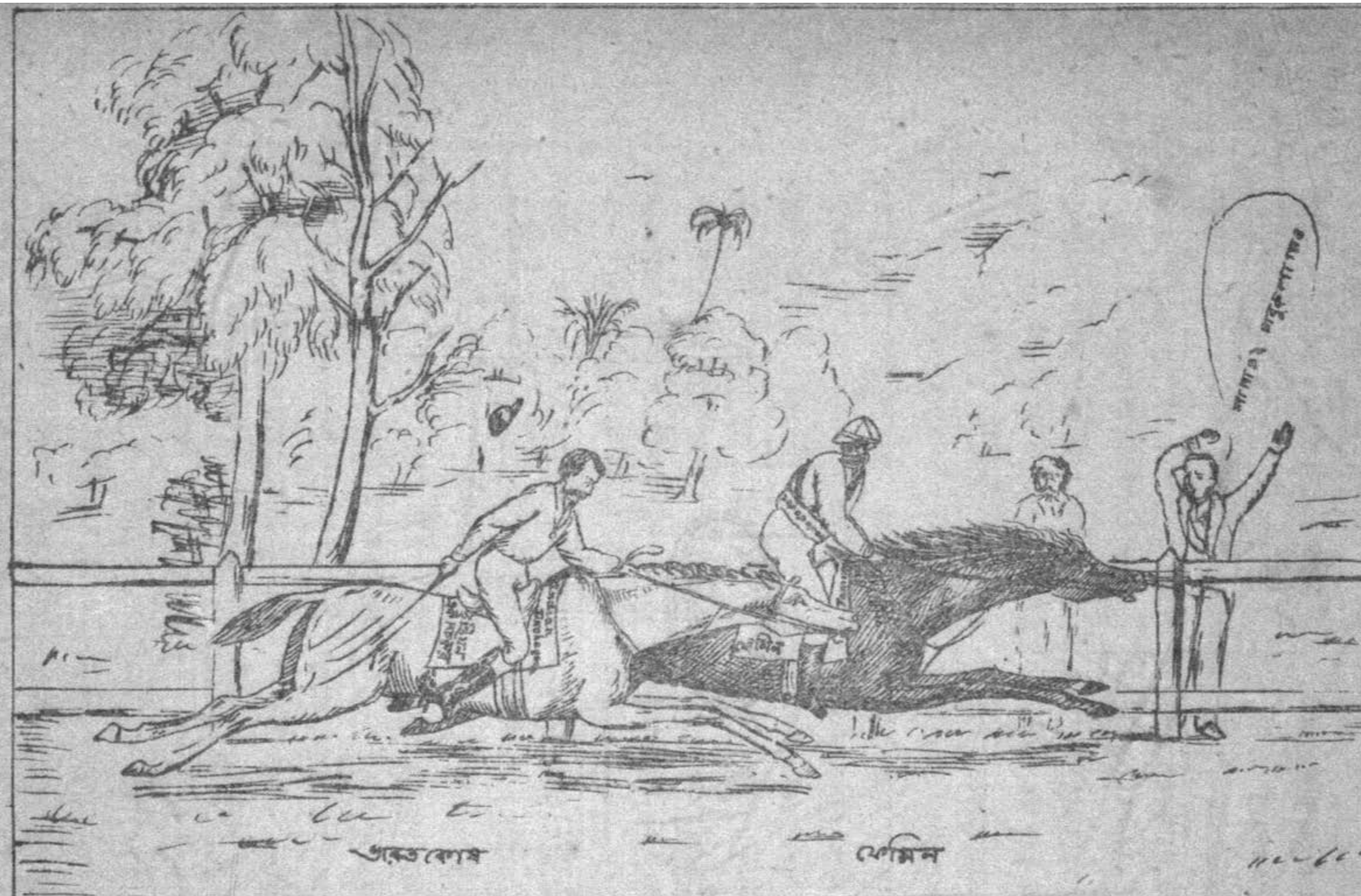
করিলে নেত্রোৎপাটন করিতে হয়,' এ কথাও তেমনি মানি।" মহাশয়, ক্ষমা করুন, বুঝিয়াছি, আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা শেষোক্ত বচনটির অনুরোধে চক্ষু উৎপাটন করিয়া পকেটে রাখেন, সেই জন্যই এখন কাণার দল এত বৃদ্ধি হইয়াছে।

কোন ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুকে অনুরোধ পূর্ব্বক বলিলেন "কোন হাস্যরসের কথা মনে উদয় হইলে বা শুনিলে লিখিয়া দিবেন অথবা বলিবেন, তাহা আমাদের এক পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবে।" বন্ধু বলিলেন "প্রকাশ করিয়া কি ফল," তিনি উত্তর করিলেন "লোকে পড়িয়া হাঁসিবে।" বন্ধু বলিলেন "ভাল, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব, কিন্তু এখন যে রৌদ্রের উত্তাপ তাহাতে মাথার রস পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়, অতএব হাস্যরস কোথায় পাইব।" তিনি উত্তর করিলেন "আমাকে একথা বলিয়া ভুলাইবেন না, মাথায় জল দিয়াই হউক, আর যে প্রকারেই হউক, আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে।" বন্ধু বলিলেন "তবে লিখিয়া লউন" এই বলিয়া সেই স্থানে একটি তুলসী গাছের উপর ঝারা ছিল, তুলসি গাছের টবটি সরাইয়া নিজে সেই স্থানে বসিলেন। তখন তিনি হাঁসিয়া বলিলেন "ক্ষমা করুন, এখনকার মতন যথেষ্ট হইয়াছে।"

এক স্থানে এক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্‌ বাবু, এক মৌলবি, এক পণ্ডিত ও কতিপয় অপর লোক বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক জন বলিল "যাহারা পারসী উত্তম রূপে শিক্ষা করে, তাহারা অতি বিনয়শীল হয়।" এই কথায় বাবু বলিলেন "কেন, যাহারা ইংরাজিতে বিদ্বান্‌ তাহারা কি বিনয়ী নহে?"। মৌলবি উত্তর করিলেন "মহাশয়, ইংরাজি কি পারসী বিদ্যায় অধিক বিনয়ী হয়. আপনার কথাতেই তাহার পরীক্ষা হইল; পণ্ডিত মহাশয়, কি আজ্ঞা করেন?" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "সত্য বটে, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"। তৎক্ষণাৎ ডেপুটি বাবু বলিলেন "তার পর।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাং পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি।" তখন ডেপুটি বলিলেন "বস্‌, যাহার ধন আছে, তাহার পাত্রতা, বিনয়, বিদ্যা সকলই পূর্ব্বেই হইয়াছে। পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "ডেপোটির কথার উত্তর কি গরিব ব্রাহ্মণের কথা চলে।" বাবু এই স্তুতি বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "আপনি শ্বেতকান্তি মহাপুরুষদের বিদ্যায় যেরূপ



বঙ্গরঙ্গভূমি । ১৮ এপারেল ৫ ঘটিকা
প্রথমাঙ্ক প্রথমাভিনয় । বেল্‌ভিডিয়ার রাজবাটী



১২৮০।৮১ সালের বড় ডার্ব্বি (DERBY) ঘোড়দৌড়
ওকিকল্লেগো গোঁসাই ৮৮ ৮৮ (প্রবন্ধে দেখ)